পরিবেশ বিষয়ক মাসিক-
জুন ২০১৯, দাম-২ টাকা
REGD.RNI NO.-WBBEN/2011/41525
আজকের বসুন্ধরা
আগামী সংখ্যায় থাকছে
- সুন্দরবনের চাষবাস -
বিশেষ সংখ্যা-
পরিবেশ
অষ্টম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা
(প্রকৃত-১২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা - পরিবেশ ★ জুন ২০১৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ★ লোক দেখানো বক্তৃতা নির্ভর পরিবেশ দিবস নয়, অন্তত ৫টি চারা লাগিয়ে পালন হোক ৩

পরিবেশ ঃ ★ বিদ্যুৎচালিত বাস চলবে নিউ টাউনে ৫

বিজ্ঞানের খবর-৩০ ঃ

★ জার্মানির রাস্তায় চালকবিহীন মিনিবাস ★ উনি দিন অন্য মনে ৬

অলৌকিক-২৭ ঃ ★ নগ্ন গ্রাম ৬

এখনও মেয়েরা-৩১ ঃ

★ কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ

★ সোনারপুরে পণপ্রথার বলি বধূ ৭

বাংলাদেশ-২৬ ঃ

★ বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক উটপাখির খামার ৭

শিক্ষা-১৪ ঃ ★ দুটি নতুন ভাষার আবিষ্কার ৮

নীতিবিজ্ঞান - ২৮ ঃ

★ মুসলিম-বৌদ্ধ কয়েদিদের পা ধুইয়ে দিলেন পোপ ★ গাছকে পুজো ৮

প্রশ্ন উত্তর - ৩৩ ঃ ৮

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৩০ ঃ

★ বোতল পিউরিফায়ারের জল ক্ষতিকারক ★ মানবদেহে নতুন অঙ্গের খোঁজ ৯

ডেনমার্ক - ৩০ ঃ

★ ডেনমার্কে সাদা মূর্তির ভিড়ে এক কৃষ্ণাঙ্গিণী ৯

উদ্ভিদ ও চাষবাস ঃ

★ ভোলা (৪৬) - ড. সুভাষ মিস্ত্রী ★ মুন্নারে ১২ বছর পর ফুটল নীল কুরিঞ্জি ১০

পকেটমার থেকে বাঁচতে - ৩৯ ঃ

★ বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা ★ সিঁধ কেটে খুনের চেষ্টা১০

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-৩১ ঃ

★ মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাডার চিনে ★ কামড়ালে মশা নিজেই মরবে ★ লার্ভাতেই মশা ধ্বংসে ব্যাকটিরিয়া ১১

গৃহিনীদের টিপস্ - ৪৩ ঃ ★ এসি ছাড়াই ঘর ঠাণ্ডা রাখুন ১১

সুস্থ থাকার টিপস্ - ৯১ ঃ ★ ঝড়ের সময় ১১

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ খবর ঃ নভেম্বর ২০১৮ ১২

সুন্দরবনের বাঘ ঃ নভেম্বর ২০১৮ ১৩

সাপে কেটে মৃত্যু ঃ নভেম্বর ২০১৮ ১৩

সাহিত্য সংস্কৃতি-২৪ ঃ

★ কলকাতা চিনা সংবাদপত্র ১৪

★ কৃষ্ণসারস - তথাগত চক্রবর্তী ১৪

★ জাফর পানাহি ও জরুরি অবস্থা - আদিদেব মুখোপাধ্যায় ১৪

আইনি অধিকার - ৩১ ঃ

★ দ্বীপের মালিকানা বদলায় ৬ মাস অন্তর ১৫

জীবিকা - ১২ ঃ ★ নতুন কাজের সুযোগ করে দেবে বর্জ্য ১৫

পরিবেশ সম্পর্কিত ঃ

★ পরিবেশ আন্দোলনে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র - বিশ্বজিৎ মহাকুড় ৪

★ ৪০ জনকে পরিবেশ বন্ধুর স্বীকৃতি ৫

★ পরিবেশ সমস্যা সমাধানে ৫

★ ম্যানগ্রোভ বাড়ছে কিনা উঠছে প্রশ্ন ★ গ্রিন অস্কার ৬

অনশনে ১১১ দিন! আত্মাহুতি পরিবেশবিদের ৬

পরিবেশ পুরস্কার পেল 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র' - দিলীপ সরদার ৭

লাক্ষাদ্বীপ তলিয়ে যেতে পারে ৮

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম একক জাতীয় পরিবেশ পুরস্কার ৯

পরিবেশ রক্ষায় গ্রাম বিকাশের পুরস্কার - সূর্যনারায়ণ চক্রবর্তী ৯

পরিবেশ বাঁচাতে খুন হয়েছেন ৯

সুন্দরবনে দূষণের বহু কারণ ১০

পরিবেশ রক্ষায় দিল্লিতে জোড় বিজোড় ফর্মুলা ১০

দূষণ বিষে জর্জরিত পরিবেশ - পুষ্প সাঁতরা ১১

সম্পাদকের কথা

অষ্টম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (প্রকৃত ১২তম বর্ষ, ১ সংখ্যা)

কেবল বক্তৃতা মিছিল নির্ভর দিবস পালন নয়, কিছু করে দেখাতে হবে

★ সুন্দরবনের বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র গত ২০০৭ সালে কয়েকটা গ্রামে সার্ভে করে দেখে, অধিকাংশ মানুষ শৌচকর্মের পর বা ভাত খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয় না। ওই সময়ে জানা যায়, জলবাহিত রোগে প্রতিদিন বিশ্বে ৫ হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। কেবল হাত ধুয়ে খেলে ৫০ ভাগ জলবাহিত রোগ হয় না। এই সংস্থা সিদ্ধান্ত নেয় ১০০০০ সাবান বিলি করে মানুষকে সচেতন করবে। ইতিমধ্যে ২০০৮এর ২৫ অক্টোবর ইউনিসেফ 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' ঘোষণা করে। ফলে এই সংস্থা প্রথম বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে। ঐদিন আগত সকলের মধ্যে ২০০০ সাবান বিতরণ করে। পরে আরও ৮ হাজার সাবান বিতরণ করে এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এই সংস্থা 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র' প্রথম বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালন করে রাজ্যে তৈরি করে এক ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো এই দিনটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। যা পালনে সরাসরি উপকার পেতে পারি। অন্যদিকে ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' সর্বত্র অত্যন্ত ঘটা করে পালিত হচ্ছে। চলছে মিছিল, পরিবেশবিদগণের বক্তৃতা। কিন্তু এতে কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে না। গাছের চারা বিতরণ ছাড়া পরিবেশ দিবস পালন হাস্যকর। পরিবেশ দিবসে মিছিল না করে একটা এলাকা প্লাস্টিক মুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হোক। প্রতিটি পালনীয় দিবস পালন হোক কিছু কাজের মাধ্যমে। তবেই আসবে দিবস পালনের সার্থকতা।

আপনি যদি শুধু সেই বই পড়েন যা অন্য সবাই পড়ছে, তাহলে আপনি শুধু সেই কথাই ভাববেন, যা অন্য সবাই ভাবছেন। — হারুকি মুরাকামি

সম্পাদকীয়

লোক দেখানো বক্তৃতা নির্ভর পরিবেশ দিবস পালন নয়, অন্ততঃ ৫টি গাছ লাগিয়ে পালন হোক

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ৫ জুন সারা রাজ্যে, দেশে তথা বিশ্বে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অনেকেই জাঁকজমকের সঙ্গে পরিবেশ দিবস পালন করবেন। এবং করে আসছেন। মানুষকে পরিবেশ সচেনততার লক্ষে মিটিং, মিছিল, প্রদর্শন, বিশেষ করে পরিবেশবিদদের বক্তৃতা শুনিয়ে পরিবেশ দিবস পালন করে চলেছেন বছরের পর বছর। এই বিশেষ দিনে মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে চলেছেন। প্রায় প্রতিবছর একই রকমভাবে পেশাদার বক্তাদের দিয়ে প্রায় একই বক্তৃতার রেকর্ড বাজিয়ে বছরের পর বছর সংস্থাগুলি যেন প্রথাগত দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ। আর শ্রোতৃবর্গ বছরের পর একই বক্তৃতা শুনে শুনে ক্লান্ত। পরিবেশ দিবস পালনে নেই কোন বিশেষত্ব, বৈচিত্র্য নতুনত্ব বা নব নব ভাবনা। নেই প্রকৃত আন্তরিকতা। যেন সমালোচনার ভয়ে দায়বদ্ধতা হেতু কেবল অন্যান্য পালনীয় দিনগুলির মত বছরের পর বছর পালন করে যাওয়া। অবশ্য সব সংস্থা নয়। বেশ কিছু সংস্থা আন্তরিক উদ্যোগে পরিবেশ উন্নয়নে লাগাতার কাজ করে চলেছেন। প্রতি বছর এই বিশেষ দিনে গাছ লাগাচ্ছেন। গাছের চারা বিতরণ করছেন। পরিবেশ দিবস পালন তখনই স্বার্থক হবে যখন থিওরিটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল একসঙ্গে দুটি সম্পন্ন হবে।

একথা ভুললে চলবে না যে, স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধি সুভাষ নজরুলের জন্মদিন এমনকি রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের সঙ্গে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন একই বিভাগে ফেলা কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ একমাত্র পরিবেশ দিবস পালনের সঙ্গে মনুষ্য জাতির পৃথিবীতে বেঁচে থাকা বা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কিন্তু পরিবেশ দিবস কেবল লোক দেখানো বক্তৃতা নির্ভর হলে চলে? প্রত্যেক পালনকারী সংস্থাকে পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষে অবশ্যই কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার মানুষই পরিবেশের বড়ো শত্রু। মানুষের ভোগ, লালসা, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য যত বেশি বৃদ্ধি পাবে ততই পরিবেশ ধ্বংস হয়ে বাস অনুপযোগী হয়ে পড়বে। যতই রাস্তাঘাট, গৃহ, গাড়ির উন্নয়নে - সভ্যতা উন্নততর হবে, ততই পরিবেশের ধ্বংসলীলা ত্বরান্বিত হবে। পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আয়ু কমবে।

পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ রোদে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল ১৯৭২-এ স্টক্‌হলমে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে। এর আগে মানুষ পরিবেশ ধ্বংস করে যথেচ্ছ ভাবে। মানুষ প্রায় শেষ করে ফেলেছিল বন ও বন্য পশু। এই সম্মেলনে প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা, জানার অধিকার ইত্যাদির উপর ২৬টি নীতি নির্ধারণ করা হয় যা পরিবেশের 'ম্যাগনাকার্টা' বলে পরিচিত।

১৯৯৭ এর কিয়াটো প্রোটেকল উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ সম্মেলন হয়েছিল জাপানের কিয়াটো শহরে। ১৮৫টা দেশের সমঝোতা হয়। এখানে ঠিক হয় একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করা যাবে। ২০১২ সালের মধ্যে যে পরিমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুতে ছড়াতো তার চেয়ে অন্তত ৫.২ শতাংশ কমাতে হবে। কোন দেশ যদি বাড়তি অরণ্য সৃষ্টি করে তবে বাড়তি কার্বনডাই অক্সাইড ছড়াতে পারবে। কিন্তু এই ছাড় ৫ শতাংশের বেশি নয়। কিন্তু যদি কোনও দেশ এই নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে নিজ দেশে বা অন্য দেশে আনুপাতিক হারে জঙ্গল তৈরি করতে হবে। প্রথমত আমেরিকা এই আইন মানেনি। আমেরিকা পৃথিবীর ৮ শতাংশ ভূখন্ড নিজের অধিকারে রেখে পৃথিবীর মোট দূষণের ২৫ শতাংশ দূষণ ছড়াচ্ছে। আমেরিকা তার নিজ ভূখন্ডের ৭ শতাংশ মাত্র জঙ্গল আছে। ব্রিটেনে আছে ৪ শতাংশ জঙ্গল, যেখানে থাকার কথা ৩৩ শতাংশ। পরন্তু এইসব উন্নত দেশে জঙ্গল তৈরি করারও জায়গা নেই। বেশিরভাগ দূষণ ছড়াচ্ছে ৩৫টা উন্নত দেশ। যাদের দেশে জঙ্গল তৈরির জায়গা নেই। এমন দেশের ৭২টা সংস্থাকে ভারতে ১ কোটি হেক্টর জমির অধিকার দেওয়া হয়েছে জঙ্গল তৈরির জন্য। সুতরাং সুন্দরবন রক্ষা ও পুনর্গঠনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদেশীরা এগিয়ে আসেনা। আন্তর্জাতিক চাপে প্যাচে পড়ে আসতে হয়। কিন্তু সুন্দরবনবাসীর উন্নয়ন বাদ দিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল বৃদ্ধি, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। পরন্তু কিয়াটো প্রোটোকলের শর্ত পূরণ করা যায়নি। সব দেশ হু হু করে কার্বনডাই অক্সাইড বাড়িয়ে চলেছে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলি।

চিনের পরিবেশ ভয়ঙ্কর দূষিত। ধোঁয়াসার হাত থেকে রক্ষা পেতে চিনে এয়ার পিউরিফায়ার যন্ত্রের চাহিদা বেড়ে চলেছে। এখন কানাডা বোতলে করে এখানে হাওয়া বিক্রি করছে। চিনে এই শুদ্ধ হাওয়া বিক্রি হচ্ছে প্রচুর। 'ভাইটালিটি এয়ার' নামে এই সংস্থা কানাডার লুইস হ্রদ ও পাহাড়ি এলাকা ব্যান্ফ থেকে তাজা হাওয়া বোতল বন্দী করে। এক বোতল প্রিমিয়াম অক্সিজেনের দাম ১৮৬৪ টাকা। আর এই হাওয়া ভরা বোতলের দাম ১৫৯৮ টাকা। এই বিক্রি শুরু হয়েছে গত ১৫ নভেম্বর ২০১৫, অনলাইনে। সম্প্রতি চিনের এক রেস্তোরায় এয়ার পিউরিফায়ার লাগিয়ে পরিষ্কার হাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া নিতে শুরু করেছে।

চিন এখন পৃথিবীর ১নং দূষিত দেশ। ফলে চিন এখন কড়া হাতে পরিবেশ পুনরুদ্ধারে ও দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৎপর। চিনে বেজিং-এ বায়ুকে দূষিত করার জন্য জরিমানা প্রথা চালু করেছে। এই জরিমানা দিতে হবে আসবাবপত্র, গাড়ি ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী যারা বানায় তাদেরকে।

এরপর ৫ পাতায়

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

★ **দেবানন্দ দাস ঃ** জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। বাসন্তী ব্লকের ছটি সরকারি স্কুলে অতি অল্প খরচে (২০ টাকা) ছাত্রছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে দিয়েছে। যে স্কুলগুলিতে এই কর্মসূচি হয়েছে সেগুলি হল : নফরগঞ্জ দেবনগর কলোনী পাড়া প্রাথমিক স্কুল, নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক স্কুল, বিরিঞ্চিবাড়ি জুনিয়র হাইস্কুল, ঝড়খালি খগেন্দ্রনাথ স্মৃতি এম.এস.কে., মসজিদবাটি পার্বতী হাইস্কুল ও বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন। এপ্রিল-এ ৪৭০ এবং মে-তে ৩৭৩ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট ছাত্রছাত্রীদের সাথে সাথে দেওয়া হয়।

পরিবেশ আন্দোলনে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

বিশ্বজিৎ মহাকুড় ঃ দেড়- দশক আগে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর গ্রামেই শুরু হয়েছিল এক বিরাট সম্ভাবনার যাত্রা। বহুমুখি স্বপ্ন নিয়ে শুরু হওয়া সেই যাত্রাপথের আনন্দ গানে গলা মিলিয়ে সামিল হয়েছিল বহু মানুষ। সেদিনের শিশু চারাগাছটি আজকের মহীরুহ। পত্র- পুষ্প- পল্লবে বিকশিত সেই মহীরুহ বনস্পতি জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জেজিভিকে)। বহুমুখি প্রকল্পের মধ্যে মানুষ ও পরিবেশ উন্নয়ন তাদের প্রধান কর্মসূচি। একদিকে দরিদ্র জনসাধারণকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিয়ে যেমন সচেতন করা, তেমনি গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করে মানুষকে কর্মসংস্থানে সামিল করা– এই মন্ত্র নিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে চলেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

আজকের একুশ শতকের দ্রুত বদলে যাওয়া গ্রাম- ভারতকে বিশ্বমুখি করে গড়ে তুলতে দরকার উন্নততর প্রযুক্তি আর পরিকাঠামো। পরিবেশ সেখানে মুখ্য ভূমিকা নেবে। অর্থাৎ পরিবেশকে বাঁচিয়ে পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে- সমাজকে- মানুষকে সুস্থ সুন্দরজীবনের অংশীদার করে তুলতে হবে। সেই স্বপ্ন– আকাঙ্ক্ষাকে পাথেয় করে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ- সহায়তায় জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র সুন্দরবনের একটি অন্যতম পরিবেশ সচেতন সংস্থা। ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইটালী, ফ্রান্স ইত্যাদি উন্নত দেশ থেকে প্রশিক্ষকরা এসে সুন্দরবন ও পরিবেশ রক্ষায় অক্লান্ত সৈনিক। নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় এবং জেজিভিকে তথা জয়গোপালপুর ও সন্নিহিত বাসন্তী, সন্দেশখালি, দে-গঙ্গা ব্লকের লাখ লাখ মানুষ আজ পরিবেশ বাঁচানোর আন্দোলনে সামিল। জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক হিসেবে গ্রাম- শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সারা বছর পরিবেশ রক্ষার উপর বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন করে সুন্দরবনের মানুষকে সচেতন করার মহান ব্রতে সামিল হয়েছি। এই মহান প্রয়াসে সামিল করেছি বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও বিডিও থেকে গ্রামের নিতান্ত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে। যারা কোনোদিন পরিবেশ কাকে বলে জানতেন না। গাছ না লাগালে যে সুন্দরবন বাঁচবে না, মানুষ- বসত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে– এই সত্য আজ সুন্দরবনবাসী উপলব্ধি করতে শিখেছেন। তারা পরিবেশ- বান্ধব শৌচাগার নির্মাণ করেছেন, খাওয়ার আগে ও শৌচের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া শিখেছেন, ফলে আজকের শিশু-কিশোররা যথেষ্ট স্বাস্থ্য সচেতন ও নীরোগ শরীর ও মনের সম্পদে বলীয়ান। গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে পরিবেশ স্বচ্ছতা ও পরিবেশ রক্ষায় এক শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। নইলে এই একুশ শতকের দেড়- দশকে এসে সবকিছু প্রথম থেকে শুরু করতে হ'ত। সেই 'নির্মল গ্রাম' বলুন বা 'স্বচ্ছ ভারত' যাই বলুন না কেন। 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও' কিংবা 'একটি গাছ একটিপ্রাণ' স্লোগান সরকারী পাঠ্যপুস্তকের শেষ প্রচ্ছদে মুখ লুকিয়ে থাকত। সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার কথা সেই কবে পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকত, সরকারি প্রয়াস তেমন চোখে পড়েনি। এখন তো দেশে নানানরঙের দিবসের কথা জনে জনে প্রচার করছে। পরিবেশ নিয়ে, কৃষি নিয়ে বিশেষতঃ জৈব সার প্রয়োগে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন, রাসায়নিক ব্যবহার না করে প্রাণী ও মৎস্য পালন, প্রশিক্ষণ গ্রামকে এক সুন্দরজীবনের অগ্রদূত করে তুলেছে।

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্র সারা বছর ধরে নানান পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে, যা সময়ের সংগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেড় দশক আগে ও পরে তাদের কাজের খতিয়ান দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসচেতনতার উপর গৃহীত পদক্ষেপ, যা গ্রামজীবনে এক দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করেছে। সরকারি প্রকল্প যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে, জনসাধারণ যেখানে অনীহাসহ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, সেই একই কাজে জেজিভিকে'র সাফল্য ১০০ শতাংশ।

কয়েকটি কর্মতালিকা তুলে দিচ্ছি, পাঠক ও পরিবেশ কর্মিরা অনেক নতুন দিশা পেয়ে যাবেন নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি থেকে ঃ

● চাষিদের নিয়ে দেশীয় শবজী বীজ সংরক্ষণ এবং বাগিচা বাগান চাষে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্র।

● হাতের কাছে যে সমস্ত দেশীয় প্রজাতির গৃহপালিত প্রাণী ও পশু রয়েছে সেই প্রজাতির সংগ্রহ, বংশবৃদ্ধিতে প্রচার- প্রসার ঘটানো। এমনকি মানুষকে সচেতন করতে বন্টন করা হয়।

● দ্বীপময় সুন্দরবনাঞ্চলে পাঁচ/ সাত রকমের লক্ষাধিক ফলের চারা বিতরণ করে ৫০,০০০ পরিবারকে বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর্থিক স্বনির্ভর করার সংগে পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকার কথা বোঝানো হয়েছে গ্রামের মানুষদের।

● লুপ্তপ্রায় স্থানীয় ছোট ও বিলশে মাছের বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য এলাকার বেশ কয়েকশ পুকুরকে সংরক্ষণ করে মাছের

এরপর ১৩ পাতায়

পরিবেশ

বিদ্যুৎচালিত বাস চলবে নিউ টাউনে

★ সম্প্রতি নিউ টাউনে চালু হতে চলেছে বিকল্প শক্তিচালিত বাস পরিষেবা। বিদ্যুৎচালিত এই এসি বাসে থাকবে না কোন কন্ডাক্টার। স্টপেজে দাঁড়িয়ে চালকই টিকিট কেটে বাসে তুলবেন যাত্রীদের। ভাড়া মাত্র ১০ টাকা। বাসগুলিতে চার্জ দেওয়ার জন্য তিনটি চার্জিং পয়েন্টও তৈরি করেছে হিডকো। **(১১.৪.১৮)**

পরিবেশ সমস্যা সমাধানে

★ পরিবেশ সমস্যা প্রশমনে ভারতের স্থান ১৭৮ দেশের ভেতর ১৫৫। চিন ১১৮, ব্রাজিল ৭৭, রাশিয়া ৭৩ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৭২। বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বিশ্বে পঞ্চম। বায়ু দূষণে প্রতিবেশী চিন-পাকিস্তানের অবস্থান ভারতের নিচে। ২০১৪-র এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স ইনডেক্স অনুযায়ী এই তথ্য। **(পরিষেবা)**

লোক দেখানো বক্তৃতা নির্ভর

তিনের পাতার পর

হাওয়ায় ভিওসি (ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড) ছড়ানোর জন্য এই জরিমানার হার ভিওসি বেরোনোর পঞ্চাশ শতাংশের ভেতর থাকলে প্রতি কিলোতে ১০ য়ুয়ান, পঞ্চাশ শতাংশের বেশি কিন্তু সীমা ছাড়ায়নি ২০ য়ুয়ান। ভিওসি একেবারে সীমা ছাড়িয়েছে সেখানে এই জরিমানা প্রতি কিলোতে ৪০ য়ুয়ান।

'দুদশকের মধ্যে সুন্দরবনের কিছু অংশ তলিয়ে যাবে' এই শিরোনামে গত ১ জুলাই ২০০২ 'বর্তমান' দৈনিকে এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল আর কয়েক বছরের মধ্যে (২০২০) সুন্দরবন ডুবে যাবে। কারণ বিশ্বে ক্রমবর্ধমান গ্রিন হাউস গ্যাসের ফলে সমুদ্রের জলতল বাড়ছে। গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে ১৪৪০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ০.৬° তাপমাত্রা বেড়েছে। সমুদ্র জলতল কুড়ি বছরে ১ ইঞ্চি করে বাড়ছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে সাগর তলের উচ্চতা বছরে ৩-৮ মিমি. উপরে উঠছে। এর খবর প্রচারিত হওয়ার পর সুন্দরবন কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় মিটিং আলোচনা হয়। এমনিতে সুন্দরবনের বাসন্তী গোসাবার মানুষ যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তারা সোনারপুর, গড়িয়ায় একটা আস্তানা করে রাখার প্রাণপন চেষ্টা করেন। এই খবরের পর সুন্দরবন থেকে আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষদের শহরে চলে যাওয়ার ঢল নামে। যদিও এখন এই ঢল অনেকটা কমেছে। কারণ সুন্দরবন এলাকায় ভদ্রস্ত জীবন যাপনের কিছুটা ব্যবস্থা হচ্ছে।

কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের আতঙ্কের রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে, ৩৫ বছরের মধ্যে কলকাতা তলিয়ে যাবে। রিপোর্ট বলছে ভারতের এমন বহু শহরের অস্তিত্ব থাকবে না। অধিকাংশ চলে যাবে সমুদ্রের গর্ভে। সুতরাং কলকাতার মানুষ কোথায় জায়গা কিনবে?

নগরায়ন শিল্পায়ন ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জাতির ধ্বংসের দিন এগিয়ে আসছে। জীবনহানী হবে কয়েক কোটি মানুষের। একসময় এই নদী সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এখন এই নদীর সমুদ্র তীরবর্তী বাসিন্দাগণ প্রথমেই তলিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই তলিয়ে যাওয়ার তালিকায় ভারতের নাম শীর্ষে। তারপরেই বাংলাদেশ। এর মূল কারণ অপরিকল্পিত নগরায়ণ শিল্পায়নের প্রসার ও বিশ্ব উষ্ণায়ণ।

যেভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে সমুদ্রের জলস্তর ৪৫ সেমি বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ দ্বীপ অবশ্যই তলিয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হল গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের ফলে পৃথিবীর প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ভারত। আর ভারতে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুন্দরবনবাসী। কিন্তু এই গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের জন্য সুন্দরবনবাসী কতটা দায়ী। মোটেই দায়ী নয়। বরং ওয়ার্মিং কমিয়ে চলেছে। উন্নত দেশগুলির পাপের (উন্নয়নের) ফল সুন্দরবনবাসী কেন বহন করবে? কেন আমেরিকা তার উন্নয়নের ধারা, আরাম বৈভব বজায় রাখতে কিয়াটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করবে না। এখন পরিবেশগতভাবে বিশ্ব একটি ক্ষুদ্র স্থান। সকলে সহমতের মাধ্যমে কার্বন উৎপাদন বন্ধ না করলে, বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ না করলে তলিয়ে যাওয়া রোধ করা যাবে না। উল্লেখ্য লবণাক্ত হয়ে বিশ্বে প্রতিদিন ১৯.৯ বর্গকিমি. ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে।

মনুষ্যজাতির পক্ষে সামনের দিন ভয়ঙ্কর। বৈজ্ঞানিকগণ নতুন পৃথিবীর সন্ধানে নেমে পড়েছেন। তবে আশার কথা ডিসেম্বর ২০১৫ প্যারিসে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে ১৯৫ দেশের মন্ত্রীরা ছিলেন। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে যা পারা যায়নি, এখানে নিজেদের স্বার্থে সর্বাধিক দূষণযুক্ত দেশ চীনসহ সকলে সহমত হয়েছেন।

পাত্রপাত্রী উভয়ে উভয়কে পছন্দ, অভিভাবকরাও একমত। সমস্ত আয়োজন শেষ। কিন্তু উভয়পক্ষ একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কখনও একটা গাছ লাগিয়েছেন কিনা? কেবল গাছ লাগালেই হবে না। সরকারি সার্টিফিকেট চাই। যদি থাকে তবেই হবে বিয়ে। পাত্রপাত্রীর বিয়ে হতে গেলে অন্ততঃ একটা গাছ লাগাতেই হবে। নতুবা নয়। তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে এমন নিয়ম। এই শহরের মেয়র জানিয়েছেন আখেরি নবী মুহাম্মদ সা. বৃক্ষরোপনের উপর ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই এই প্রথা।

সর্বত্র এমন নিয়ম চালু হলে পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। একটি গাছ বহু প্রাণ। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ ঘন্টায় ২৩ কেজি কার্বনডাই অক্সাইড খেয়ে ১৮ কেজি অক্সিজেন ছাড়ে। সুন্দরবনের জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেবল লবণাম্বু নয় সাধারণ বয়স্ক বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ হোক। সুতরাং কেবল লোক দেখানো পরিবেশ দিবস পালন নয়। বৃক্ষরোপন ছাড়া পরিবেশ দিবস পালন হাস্যকর। সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রচুর গাছের চারা বিতরণ হয। কিন্তু অধিকাংশ বৃক্ষে পরিণত হয় না। শৈশবেই চারা অবস্থায় শেষ হয়ে যায়। সুতরাং অধিক জরুরি এই সব চারাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা যাতে এই একটি বৃক্ষ বহু প্রাণ বাঁচাতে পারে।

৪০ জনকে পরিবেশ বন্ধুর স্বীকৃতি

★ দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদের নির্দেশে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তারকেশ্বরের বিডিও জয়গোপাল পাল। ৪০ জন ব্যক্তিকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম 'পরিবেশ বন্ধু'র স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, তারকেশ্বর পুরসভা এলাকায় ১২নং বাস রাস্তার দু'পাশে বিশাল অংশ জুড়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি বর্জ্য পদার্থের ব্যবসা করে থাকেন। এছাড়াও গ্রাম এলাকার কিছু মানুষ ওই ব্যবসায় জড়িত। ওই এলাকাতেই পিডব্লিউডি-র জায়গায় রাস্তার দু'পাশে বসবাসকারী বেশ কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে পুরাতন ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থ যেমন লোহা, টিন ভাঙা, কাঁচ ভাঙা, প্লাস্টিকের বিভিন্ন অব্যবহৃত জিনিস কিনে নেয়। ওইসব বর্জ্য পদার্থ আবার তারা তারকেশ্বরের ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে থাকেন। ব্যবসায়ীরা ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলি ট্রাক বোঝাই করে বিভিন্ন কারখানায় পাঠিয়ে দেন। এভাবেই ব্যবসা করে তারা জীবিকা অর্জন করেন। এমন ৪০ জন ব্যক্তিকে এদিন রাজ্যের মধ্যে প্রথম 'পরিবেশ বন্ধু'র স্বীকৃতি দেওয়া হয়। **(১১.৮.১৮)**

বিজ্ঞানের খবর-৩০

জার্মানির রাস্তায় চালকবিহীন মিনিবাস

★ রাজধানী বার্লিনে চারটি চালকবিহীন মিনিবাস নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের উবারের চালকবিহীন গাড়ির দুর্ঘটনার পরও এই সেবায় তার কোন প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন জার্মান পরিবেশমন্ত্রী স্বেভিনিয়া শুলেৎস। মূলত বার্লিনের হাসপাতাল এলাকায় এই মিনিবাসগুলি পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। এসব বাসে রীতিমত ভিড় থাকে। ঘণ্টায় এর গতিবেগ সর্বোচ্চ ১২ কিলোমিটার। যদিও জরুরি মুহূর্তের জন্য এর মধ্যে একজন স্টাফ থাকেন। **(৬.৪.১৮)**

উঁকি দিন অন্য মনে

★ ম্যাসারসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-র বিশেষজ্ঞ ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্ণব কাপুর এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন, যেটির মাধ্যমে একজনের মনের যে চিন্তা ভাবনাগুলো চলছে, তা শুনে এবং বুঝে নিতে পারবে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি। যন্ত্রের নাম 'অল্টারইগো'। এর একপ্রান্ত থাকে কানের কাছে, অপরপ্রান্ত স্পর্শ করে থাকে থুতনি সংলগ্ন চোয়াল এবং নিচের ঠোঁটটিকে। এই যন্ত্র কাজ করে 'সাবভোকালাইজেশন' প্রযুক্তির অনুসরণ করে। অর্ণব এবং তাঁর টিমের দাবি, অন্তত ৯২ শতাংশ নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারবে 'অল্টারাইগো' যা গুগলের 'ভয়েস ট্রান্সক্রিপশন' প্রযুক্তির তুলনায় সামান্যই পিছিয়ে। **(৮.৪.১৮)**

অনশনে ১১১ দিন! আত্মাহুতি পরিবেশবিদের

★ গঙ্গার দূষণমুক্তির দাবিতে ১১১ দিন লাগাতার অনশনের জেরে মারা গেলেন সন্ত জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ ওরফে জি ডি আগরওয়াল। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে কানপুর আইআইটি-র খ্যাতকীর্তি অধ্যাপক ছিলেন। বার্কলের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানে ডক্টরেট। ভারতের জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য-সম্পাদকও ছিলেন। কাজেই গঙ্গার দূষণমুক্তি নিয়ে আসলে যে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, পুরোটাই যে লোক-দেখানো, সেটা তাঁর থেকে ভাল বোধহয় কেউ বোঝেনি। কয়েকশো কোটি টাকা উড়িয়ে-পুড়িয়ে গঙ্গা-শোধনের সরকারি মোচ্ছবে তিনি শামিল হননি। বরং বেশ কিছু দাবি তুলেছিলেন। যেমন গঙ্গার ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল, গঙ্গাবক্ষে অবৈধ খননের কাজ বন্ধ করা। সব মিলে ২২টি দাবি। অথচ কেউ কর্ণপাত করেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও প্রয়োজন মনে করেননি একজন সর্বত্যাগী সন্তের স্বার্থহীন দাবিকে গুরুত্ব দেওয়ার। তিনি বহু কোটি টাকার প্রকল্প চালু করেছিলেন, জোর গলায় দাবি করেছিলেন, ২০১৯-এ 'মা গঙ্গা'র দূষণমুক্তি ঘটবে। কিন্তু গঙ্গার এক বিন্দু জলও পরিশুদ্ধ হয়নি। প্রাণ দিলেন সন্ত জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ। ২২ জুন থেকে অনশন শুরু করেছিলেন। প্রতিদিন সামান্য জল এবং মধু খেয়ে ৮৬ বছরের শরীরকে চাঙ্গা রেখেছিলেন। কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে সেটাও বন্ধ করে দেন। ঘোষণা করেন, এবারের অনশন আমরণ অনশন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার এতটাই অবনতি হয় যে, উত্তরাখণ্ড সরকার একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান হৃষীকেশের এইমস হাসপাতালে।

এরপর ৭ পাতায়

অলৌকিক-২৭

নগ্ন গ্রাম

★ ব্রিটেনের হার্ডফোর্ডশায়ারে অবস্থিত স্পিলপ্লাজ নামক গ্রামের উন্নতি বা অন্য কোন কারণে এর যত না খ্যাতি, তার চেয়েও বেশি পরিচিতি সেখানকার লোকজনের কাপড় না পরার জন্য। সেই গ্রামের কোনও ব্যক্তি বা মহিলা বা শিশু কেউই কাপড় পরে না এবং সেখানে থাকতে গেলে তাদের রীতি অনুসারে আপনাকেও কাপড় পরা চলবে না। অবাক হতে হয় গ্রামবাসীদের কথা শুনলে। তারা এইভাবে নগ্ন হয়ে থাকতে অভ্যস্ত। এবং এই ব্যাপারটির মধ্যে তারা অশ্লীলতা বা অশোভন কিছু দেখে না। **(১২.৪.১৮)**

ম্যানগ্রোভ বাড়ছে কিনা উঠছে প্রশ্ন

★ ম্যানগ্রোভের এলাকা বাড়ছে, না কমছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৭ সালের বন সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য গাছ লাগানোর ফলে ২ বছরে ২১ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল বেড়েছে। এই বনাঞ্চলের বড় অংশ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রয়েছে। যদিও পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত জানান, আয়লার সময়ে ম্যানগ্রোভের যে ক্ষতি হয়েছিল, তা এখনো পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, 'দেড় বছর আগে রাজ্যে সরকারের কাছে পরিবেশ আদালত ম্যানগ্রোভ এলাকার উপগ্রহ চিত্র চেয়েছিল। দায় এড়াতে রাজ্য সরকার পরিবেশ আদালতকে আবছা ছবি দেয়। তাতে কিছুই বুঝতে পারেননি পরিবেশ আদালত।' একই সুর শোনা গেছে ২০ বছর ধরে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ নিয়ে কাজ করা এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের মুখে। তাঁদের অভিযোগ, আয়লার পর থেকে এই সংস্থাটি ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর চেষ্টা চালালেও তা বাঁচানো যাচ্ছে না। সংস্থার যুগ্ম সচিব অজন্তা দেব বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে দেখছি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণের সচেতনতা বাড়লেও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ব্যবসায়ীদের ভেড়ি ব্যবসার কারণে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে। এলাকায় ম্যানগ্রোভ হারিয়ে যাচ্ছে।' এই মুহূর্তে সুন্দরবনের প্রায় ২৫০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি করা হয়েছে বলে দাবি ওই সংস্থার। যারা ম্যানগ্রোভ কেটে সুন্দরবনের পরিবেশকে ধ্বংস বা নষ্ট করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ২০১৮ সালে আরো ৭০০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভের চারা লাগানা হবে বলে দঃ ২৪ পরগনার বন কর্মাধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

গ্রিন অস্কার

★ এই সময় বিশ্বের কনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে 'গ্রিন অস্কার' জিতে নিলেন কলকাতার মেয়ে অম্বিকা কাপুর। 'পান্ডা অ্যাওয়ার্ড' নামেও প্রসিদ্ধ এই প্রতিযোগিতা। ২৬ বছর বয়সী এই তরুণী বিজয়ী হয়েছেন '২০১৪ গ্রিন অস্কার'-এ শ্রেষ্ঠ নিউকামার শ্রেণিতে। ব্রিস্টলে এই পুরস্কার ঘোষিত হয়। লা মার্টিনিয়ার ফর গার্লস এবং সেন্ট জেভিয়ার্সের এই প্রাক্তনী বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাসিন্দা। অম্বিকার পুরস্কৃত ফিল্মটি নিউজিল্যান্ডের অতি বিরল প্রজাতির কাপাকো টিয়াপাখিকে নিয়ে। সেখানে এই মুহূর্তে ১২৫টি 'কাপাক্কো' আছে। তার মধ্যে 'সিবোক্কো' নামে একটি টিয়া আবার নিউজিল্যান্ডে সরকারি কর্মী হিসেবে নথিভুক্ত, সে ওই দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ম্যাস্কটও বটে। সেই 'সিরোক্কো'কে নিয়েই অম্বিকার ১৭ মিনিটের ছবি - 'সিরোক্কো'। গত বছরে জুলাই মাসে অম্বিকার ছবিটি ৪২টি দেশ থেকে পাঠানো ৪৮৮টি আবেদনের মধ্যে থেকে বাছাই হয়ে প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোনয়ন পায়।

এখনও মেয়েরা-৩১

কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ

★ মৃতের নাম মনোয়ারা বিবি, কাশিরপুর থানার উত্তর গাজিপুরের বাসিন্দা, জানিয়েছেন, ১৭ বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন পানাপুকুর এলাকার বাসিন্দা আজগর আলির সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই কখনও নগদ টাকা, কখনও আসবাবপত্র দাবি করত আজগরদের পরিবার। বাপের বাড়ির পক্ষ শ্বশুরবাড়ির সেইসব অনৈতিক দাবি মেনে নেওয়া হত। কিন্তু তারপরও শ্বশুরবাড়ির দাবিদাওয়া থামেনি। কিছুদিন আগে ফতেমাকে আজগর বলেছিল যে, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাপের বাড়ি থেকে আনতে হবে। কিন্তু সেই টাকা ফতেমার মা জোগাড় করে উঠতে পারেননি। সম্প্রতি আজগর আলির সঙ্গে অন্য এক মহিলার প্রেমঘটিত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাই ফতেমার ওপর সর্বক্ষণ নির্যাতন চালাত। পর পর কন্যসন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যও গঞ্জনার শিকার হতে হত ফতেমাকে। ফতেমার দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। সম্প্রতি আরও দুটি কন্যাসন্তান মারা গিয়েছে। এরপরেই ফতেমার এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। এই ঘটনা নিয়ে মৃতের স্বামী আজগর আলি সহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ রাজারহাট থানায় জানানো হয়। (৭.১.১৮)

সোনারপুরে পণপ্রথার বলি বধূ

★ নাম আমিনা শেখ (১৯)। স্বামীর নাম জাহিরুল শেখ। সোনারপুরের কুমড়োখালি এলাকার ঘটনা। গত বছর ক্যানিংয়ের তালদি পঞ্চায়েতের বয়ারসিং গ্রামের বাসিন্দা আমিনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই জামাই ও তার পরিবারের লোকজন ৫০ হাজার টাকার জন্য আমিনার ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল। গত ১০ ডিসেম্বর তারা ফোনে জানায় আমিনা বিষ খেয়েছে। তাকে এমআর বাঙ্গুরে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা যায় জামাই ও তার পরিবারের লোকজন আমিনাকে ভর্তি করে দিয়ে পালিয়েছে। আমিনাকে ওই হাসপাতাল থেকে নিয়ে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ঘটনার ১৮ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়েছে। জামাই ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে বিষ খাইয়ে আমিনাকে খুনের অভিযোগ পুলিশের কাছে দায়ের করা হয়েছে। (৩০.১২.১৭)

অনশনে ১১১ দিন!

ছয়ের পাতার পর

সেখানেই মারা যান সন্ত জ্ঞানস্বরূপ গত ১১.১০.১৮-এ।

তাঁর আবেদনে নরেন্দ্র মোদি কান দিলেন না। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে একাধিক চিঠিও লিখেছিলেন। শেষ চিঠিতে লেখেন, 'আমি আশা করি, গঙ্গাজির স্বার্থে আপনি আরও দু'পা এগিয়ে আসবেন। বিশেষ উদ্যোগ নেবেন। কারণ আপনিই গঙ্গাজির জন্যে আলাদা মন্ত্রক তৈরি করেছেন। যদিও গত চার বছরে আপনার সরকার যা যা করেছে, তাতে গঙ্গাজির কোনও উপকার হয়নি। উপকার হয়েছে বণিক মহলের, কিছু বাণিজ্য গোষ্ঠীর। গঙ্গাকে মাতৃতুল্য মনে করতেন জ্ঞান স্বরূপা সানন্দ। বিশ্বাস করতেন, তিনি ভগীরথের উত্তরপুরুষ। মাকে বাঁচাতেই তাঁর তপস্যা। (১২.২০.১৮)

বাংলাদেশ-২৬

বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক উটপাখির খামার

★ বাংলাদেশের দিনাজপুরের নবাবগঞ্জের উপজেলার গোপালগঞ্জ ইউনিয়নের মালিপাড়া (নয়াপাড়া) গ্রামে মহিলা উদ্যোক্তা আরজুমান আরার প্রচেষ্টায় দেশের প্রথম বাণিজ্যিক উটপাখির খামার গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাদার ব্রিডার ফার্ম থেকে। প্রতিটি উটপাখির বাচ্চার মূল্য ১৫ হাজার টাকা করে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকায় ২৪টি পাখির বাচ্চা আমদানি করেন তিনি। এই পাখিগুলি তিনি ইকো ফার্মে লালন পালন করেন। বর্তমানে ৬ মাসে এদের ওজন হয়েছে এক একটি ৮০ থেকে ৯০ কেজি। গরু ছাগলের বিকল্প হিসাবে তিনি উটপাখি পালন করছেন। (৪.৪.১৮)

পরিবেশ পুরস্কার পেল 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র'

দিলীপ সরদার ঃ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম পরিবেশ রক্ষার কাজ করে জাতীয় পুরস্কার পেল সুন্দরবনের এক এনজিও 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র'। এর আগে এই রাজ্য থেকে পরিবেশ রক্ষার্থে কেন্দ্র থেকে এমন পুরস্কার আসেনি।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি পরিবেশের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন। আমাদের পুরনো সংরক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পদ্ধতির সংমিশ্রণে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১৯৮৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরস্কার নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। পরিবেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ ও উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

পরিবেশের সুরক্ষার কারণে ভারতের যেকোনও নাগরিক তথা সংগঠন এই পুরস্কার পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ – ১) দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (২) প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, (৩) অবক্ষয়ী সম্পদের যথোচিত ব্যবহার, (৪) পরিবেশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, (৫) পরিবেশ বিষয়ক প্রভাবের মূল্যায়ণ, (৬) পরিবেশের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সবুজায়ন, ভূমিক্ষয় রোধ, জলবন্টন, বায়ু শুদ্ধিকরণের মতো উৎকৃষ্ট মাঠস্তরের কাজ, (৭) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা, (৮) পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

এরপর ৮ পাতায়

শিক্ষা-১৪

২টি নতুন ভাষার আবিষ্কার

★ হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পঞ্চানন মোহান্ত ভারতে একেবারে নতুন ২টি ভাষা - 'বাল্মীকি' ও 'মালহার' আবিষ্কার করলেন। অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় এই ভাষায় কথা বলা হয়। তিনি বলেন, মহাকবি বাল্মীকির বংশধররা এই ভাষায় কথা বলতেন বলে তাঁর নাম অনুসারে এই ভাষার নাম রাখা হয়েছে বাল্মীকি। (৮.৪.১৮)

প্রশ্ন উত্তর - ৩৩

২০১) তৈমুর লং এর ভারত আক্রমণের সময় দিল্লির সুলতান কে ছিলেন? (২০২) আমির খসরু কার সভাকবি ছিলেন? (২০৩) হিন্দুস্থানের তোতাপাখি কাকে বলা হয়? (২০৪) তৈমুর লং কত সালে ভারত আক্রমণ করেন? (২০৫) দিল্লির সুলতানদের মধ্যে 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' উপাধি কে গ্রহণ করেন? (২০৬) মালিক কাফুর কার বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন? (২০৭) দিল্লির কোন সুলতান সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন? (২০৮) তালিকোটার যুদ্ধ কবে হয়েছিল? (২০৯) তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (২১০) ভারতের ইতিহাসে পাগলা রাজা নামে কে পরিচিত? (২১১) কার রাজত্বকালে ইবন বতুতা এদেশে আসেন? (২১২) তুঘলক বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন? (২১৩) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (২১৪) সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন? (২১৫) লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (২১৬) দিল্লির প্রথম আফগান সুলতান কে ছিলেন? (২১৭) লোদী বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন? (২১৮) বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (২১৯) বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ নরপতি কে ছিলেন? (২২০) বাংলার আকবর বলে কাকে অভিহিত করা হয়? (২২১) বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (২২২) বাহমনী বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন? (২২৩) আদিনা মসজিদ কে নির্মাণ করেন? (২২৪) কার সমাধির উপর পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদ নির্মিত হয়েছে? (২২৫) বঙ্গদেশের কোন্ কবি তার প্রতিভার জন্য গুনরাজ খাঁ উপাধি পান?

গত সংখ্যার (এপ্রিল-মে) উত্তর

১৭৬) বরবুদুরের স্তুপকে, ১৭৭) আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির, ১৭৮) ভোপাল, ১৭৯) পাল যুগে, ১৮০) বিক্রমশীলা বিহার এর, ১৮১) তক্ষশীলা, ১৮২) চোল, ১৮৩) চালুক্য, ১৮৪) অনন্ত বর্মন, ১৮৫) কোনারকের সূর্যমন্দিরকে, ১৮৬) জাত, ১৮৭) সতের বার, ১৮৮) সুলতান মামুদ, ১৮৯) সুলতান মামুদ, ১৯০) ১১৯২ সালে, ১৯১) মোহাম্মদ ঘোরী, ১৯২) আনন্দপাল, ১৯৩) আরবরা, ১৯৪) কুতুবউদ্দিন, ১৯৫) ইলতুৎমিস, ১৯৬) ইলতুৎমিস, ১৯৭) কুতুবউদ্দিন আইবক, ১৯৮) চেঙ্গিস খাঁ, ১৯৯) মুইজউদ্দিন, ২০০) জালালউদ্দিন খলজি।

লাক্ষাদ্বীপ তলিয়ে যেতে পারে

★ টানা ৩৫ বছর ধরে সমুদ্র উপকূলের ক্ষয়কার্যের ফলে লাক্ষাদ্বীপের পারালি-১ ভূখণ্ডটির বিলুপ্তি ঘটেছে। আর এই ক্ষয়কার্যকে দ্রুত ত্বরান্বিত করেছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। তাই গবেষকদের আশঙ্কা, উপকূলের ক্ষয় প্রতিরোধ করতে না পারলে অচিরেই সৌন্দর্যের গরিমা হারাতে পারে লাক্ষাদ্বীপ সহ অন্যান্য দ্বীপগুলিও। (১৮.৯.১৭)

নীতিবিজ্ঞান-২৮

মুসলিম-বৌদ্ধ কয়েদিদের পা ধুইয়ে দিলেন পোপ

★ পবিত্র গুড ফ্রাইডে-তে রোমের রেগিনা কোয়েলি কারাগারে বন্দী ১২ জন মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ কয়েদিদের পা ধুইয়ে দেওয়ার পর নিজের গায়ের চাদর দিয়ে মুছিয়ে, পায়ে চুমু দিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন পোপ ফ্রান্সিস। তিনি গত ৫ বছরে তাঁর কাজকর্মে সংবেদনশীলতা ও মানবিকতার নজির রেখে চলেছেন। যা সত্যিই ব্যতিক্রমী। এদিন রোমের কারাগারে পোপ বলেন, বিপদে অসময়ে, ধর্মীয় আচার-অনুশীলনের পাশাপাশি দুর্বল অসহায়, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটাই সব ধর্মের মূল কথা। (১.৪.১৮)

গাছকে পুজো

★ উল্টোডাঙার লিলি বিস্কুট কারখানার কাছে ঝড়ে ভেঙে পড়া ডুমুর গাছের পুজো দিতে শুরু করলেন সেখানকার মানুষজন। তাদের দাবি, ওই গাছে দেবতা আছে। কারণ, সেখান থেকে জল বেরুচ্ছে। শুরু হয় পুজো। ধূপ, মোমবাতি নিয়ে হাজির হন আশপাশের মানুষ। (৪.৪.১৮)

সাতের পাতার পর

পরিবেশ পুরস্কার পেল

একটি রুপোর পদ্ম শোভিত (লম্বা ১০ ইঞ্চি, চওড়া ১০ ইঞ্চি, উচ্চতা ১২ ইঞ্চি) ট্রফি, একটি মানপত্র ও ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা এই পুরস্কারের মূল্য। দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এবারে এঁদের অনুপস্থিতিতে এই মন্ত্রকের মন্ত্রী বিরাপ্পা মইলি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি '১৪ স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদর বিশ্বজিৎ মহাকুড়ের হাতে এই পুরস্কার (সংস্থাগতভাবে মূল্য ৫ লক্ষ টাকা) তুলে দেন। সঙ্গে ছিলেন মূল দাতা সংস্থার প্রবাসী বাঙালি ডেনমার্কের গণেশ সেনগুপ্ত, দু'জন মহিলা সহ মোট ৬ জন। এই ২০১০-এ একই সঙ্গে পুরস্কৃত হয়েছেন (১) ২১ ব্যাটেলিয়ন জাট রেজিমেন্ট (সংস্থাগত, ৫ লক্ষ টাকা)। ২) ড. অনিলবর্মা, শিরমৌর, হিমাচল প্রদেশ (ব্যক্তিগত, ৫ লক্ষ টাকা), ৩) শ্রী কার্তিক, সত্যনারায়ণ, নিউদিল্লি (ব্যক্তিগত ৩ লক্ষ টাকা), ৪) ড. এন রমেশ পুতুচেরী (ব্যক্তিগত ২ লক্ষ টাকা)। বেসরকারি সংস্থাগতভাবে সারা ভারতে কেবল এক সংস্থা 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র' এই পুরস্কার পেল।

গত ২০০০-এ বিশ্বজিৎ মহাকুড় সহ কয়েকজন যুবক-যুবতী এই সংস্থা শুরু করেছিলেন। এই সংগঠন গ্রামীণ পুনর্গঠন ও পরিবেশ সংক্রান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপন উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে, পরিবেশ ও জীবিকা প্রকল্পের কার্যভার গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীদের বনভিত্তিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে এনে কেন্দ্র তাদেরকে পশুপালন, মাছ চাষ, হস্তশিল্প, তাঁত ও মুরগি পালন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধান দিয়েছেন। দেশী ছোট মাছ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা, পাখি সুরক্ষা, জৈব কৃষি ও নয়া কৃষি প্রযুক্তির সমৃদ্ধি, সামাজিক, বনসৃজন, সৌরশক্তির ব্যবহার, বর্ষার জল সংরক্ষণ করেছেন। বিদ্যালয়ে ও রাস্তার ধারে ফলদায়ী বৃক্ষ ও স্থানীয় দেশী প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের কাজ করেছেন। লবণাম্বু উদ্ভিদ রোপন ও সুরক্ষা। বিদ্যালয়ে বিধিমুক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিধিমুক্ত শিক্ষা, কোচিং, কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানের জন্য সহায়তা দান করে চলেছে।

আগামীদিনে এই ধরণের বা পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যতিক্রমী ক্রিয়াকলাপে যে কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি এই পুরস্কার পেতে পারেন।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৩০

বোতলের ও পিউরিফায়ারের জল ক্ষতিকারক

★ জলবাহিত রোগ-জীবাণুর হাত থেকে বাঁচতে খনিজ মিনারেল সমৃদ্ধ জল পান করার ঝোঁক ইদানিং বেড়ে গেছে। বাড়িতে পিউরিফাইং মেশিন লাগানো এবং বাইরে বোতলে কেনা ঠাণ্ডা জল খাওয়াটা আজকাল ফ্যাশনও বটে। কিন্তু এই জল শরীরের জন্য কি আদৌ নিরাপদ? সম্প্রতি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পিউরিফায়ারের প্রতিশ্রুত জল বা কেনা বোতলের মিনারেল ওয়াটার সবসময় নিরাপদ নয়। কারণ বাজারে উপলব্ধ সবকটি কোম্পানি জল প্রস্তুতের সময় মিনারেলস বা খনিজের নির্দিষ্ট পরিমাপ মানছে না। জলের গুণগত মান টিডিএস (টোটাল ডিসলভড সলিডস্)-এ পরিমাপ করা হয়। টিডিএস-র মাত্রা ৩৫০ হলে তা শরীরের জন্য সবথেকে ভালো। কিন্তু ৯৯ শতাংশ মানুষই বোতলের যে কেনা জল খান, তাতে টিডিএস-র মান ১০০-র কম। আবার পিউরিফঅয়ারে পরিশুদ্ধ হওয়ার সময় জলে থাকা খনিজ বা মিনারেলের ৯০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। টিডিএস ১০০-র নীচে থাকা জল পান করলে হৃদরোগ, চুল পড়া এমনকি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে হুঁশিয়ারি প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। (৩.৪.১৮)

মানব দেহের নতুন অঙ্গের খোঁজ

★ মানবদেহের চামড়ার ঠিক নীচেই এক নতুন অঙ্গ ইন্টারস্টিটিয়াম-এর খোঁজ মিলেছে। আগে ধারণা ছিল, এগুলি একরকমের সংযোগকারী টিস্যু ও তা ঘন। আসলে এগুলি তরল ভরা এক একটি প্রকোষ্ঠ। যা প্রয়োজন মত নিজেকে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে পারে। অবশ্য শুধু চামড়ার নীচে নয়, পেট, ফুসফুস, রক্তনালী ও মাংসপেশীতে ইন্টারস্টিটিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে। (২.৪.১৮)

পরিবেশ রক্ষায় গ্রাম বিকাশের পুরস্কার

★ **সূর্যনারায়ণ চক্রবর্তী** ঃ মূলত পরিবেশ রক্ষার জন্য লাগাতার কাজ করে চলেছে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। বাসন্তীর রানীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুল (উঃমাঃ) ও সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যানিকেতন (উঃমাঃ)-এ গত ২০০৭ থেকে শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্প চলছে। পরিবেশ রক্ষার্থে ও এবিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের একটি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। গত ৫ মার্চ রানীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুলে (উঃমাঃ) এই পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। দুই ক্লাসে ৬ জন করে মোট ১২ জন পুরস্কৃত হয়। প্রথম পুরস্কার ৫০০ টাকা, ২য় - ৩০১, ৩য় - ২০১ ও অন্যান্য ৫০ টাকা করে। এছাড়া প্রত্যেককে বই ও ট্রফি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দাতা সংস্থার কর্ণধার বিশ্বজিৎ মহাকুড়, প্রধান শিক্ষক দেবব্রত মণ্ডল, সম্পাদক আকবর সেখ। সভাপতিত্ব করেন বিনোদবিহারী দাস, সঞ্চালক ও আয়োজক ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভুদান হালদার।

ডেনমার্ক-৩০

ডেনমার্কে সাদা মূর্তিদের ভিড়ে এক কৃষ্ণাঙ্গিনী

★ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের রাস্তায় দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বসে থাকা এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার মূর্তি বসানো হয়েছে। যার বাঁহাতে মশাল আর ডানহাতে আখ গাছ কাটার অস্ত্র। সাদা মূর্তিদের ভিড়ে এ দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গিনী মূর্তির বেদীতে লেখা আছে — 'আই অ্যাম কুইন মেরি'। ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হওয়ার তিন দশক পরে অর্থাৎ ১৮৭৮ সালে বঞ্চনা-অত্যাচারের প্রতিবাদে তিন কৃষ্ণাঙ্গিনীর নেতৃত্বে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট ক্রোয়া দ্বীপে প্রায় ৫০টি আখের খেত এবং ফ্রেডেরিকস্টেড শহরের অনেকটাই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক ও কৃষক বিদ্রোহীরা। ইতিহাসে সেই বিদ্রোহ 'ফায়ার বার্ন' নামে পরিচিত। তিন নেত্রীর অন্যতমা মেরি টমাসকে স্মরণ করেই কোপেনহেগেনের এই মূর্তিটি বানানো হয়েছে। (৬.৪.১৮)

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম একক জাতীয় পরিবেশ পুরস্কার

★ পরিবেশ রক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য আইন আধিকারিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। ২০১২-এর ওই পুরস্কারের জন্য তার নাম মনোনীত করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক। পুরস্কার হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থমূল্য ও একটি স্মারক তাঁর হাতে দেওয়া হবে বলে। ব্যক্তিগত স্তরে পরিবেশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই পুরস্কার পেয়ে বিশ্বজিৎবাবুর প্রতিক্রিয়া 'এটা শুধু আমার সম্মান নয়, সংবাদ মাধ্যমসহ এ রাজ্যের পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলের সাফল্য। ব্যক্তিগত স্তরে তিনি প্রথম গেলেন। এনজিও স্তরে প্রথম পায় জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ২০১০-এ।

পরিবেশ বাঁচাতে খুন হয়েছেন

★ পরিবেশ বাঁচাতে গিয়ে খুন হয়েছেন ২০০, বিশ্বের নিরিখে ভারত চতুর্থ। হকিংসের মত বিজ্ঞানীও বলেছেন এই পৃথিবীতে মানুষের আয়ু আর মাত্র ১০০ বছর। এই অবস্থায় পৃথিবীকে বাঁচাতে সকলের হাত মেলানোর সময় এসেছে। কিন্তু পরিবেশ বাঁচাতে যারা আওয়াজ তুলছেন তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ২০০৬-১০-এ ৯০০-র বেশি, ২০১৫-এ খুন হয় ১৮৫ জন, ২০১৬ সালে ২০০ জন। পরিবেশকর্মী হিসাবে যারা বিভিন্ন রকম খনি, বালি, কাঠ, কৃষিকাজ, বনপ্রাণ, জলবায়ু দূষণসহ আরো কিছু বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভারতে ২০১৫ সালে যেখানে ৬ জন পরিবেশকর্মীর মৃত্যু হয়েছিল ২০১৬তে দাঁড়িয়েছে ১৬ জন। বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় এরাজ্যেই (১৯৯৭-২০১৬) খুন করা হয়েছে ১১ জনকে। (২২.৭.১৭)

উদ্ভিদ ও চাষবাস

ভোলা - ৪৬

★ **ড. সুভাষ মিস্ত্রী ঃ** ম্যালভেসি গোত্রীয় ভোলা হিবিসকাস টিলিয়েসিয়ান প্রজাতির ম্যানগ্রোভ সহবাসী উদ্ভিদ। ব্যাপক শাখা-প্রশাখাযুক্ত ভোলা ১০-১২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। পাতা অনেকটাই পানের মতো দেখতে। তবে রোঁয়া আছে। ঘন্টাকৃতি হলুদ ও লাল ফুল হয়। ফল ডিম্বাকার। দীর্ঘদিন ভাসমান বা ডুবন্ত অবস্থায়ও ফলের মধ্যকার বীজ সজীব থাকে। সারাবছর ধরে ফল ও ফুল হয়। বনসৃজন সহায়ক ভোলা বা বোলা জোয়ার ভাঁটা খেলা বেলাভূমিতে ভালো জন্মায়। এর ঔষধিগুণ ব্যাপক। মূল বাত-ব্যাথা-বেদনার মালিশ প্রস্তুত করতে লাগে। পাতা ফোঁড়া ও ক্ষতের উপশম সহায়ক। গাছের আঠা উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ভোলার বাকল থেকে তন্তু নির্গত হয়। কাঠ জ্বালানি হিসেবেও উপযোগী।

মুন্নারে ১২ বছর পর ফুটল নীলকুরিঞ্জি

★ ১২ বছর পরে পুনরায় কেরোলার কাননদেবন পাহাড়ে একটি ফুল ফুটতে শুরু করেছে, যার নাম নীলকুরিঞ্জি। বারো বছর পর পর এই ফুল ফোটে, সময় আগস্ট থেকে অক্টোবর। আর এই ফুল দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক ভিড় করেন কেরালায়। ফুলটি মুন্নারের আশেপাশের অঞ্চলে ক্রমশ ফুটতে শুরু করেছে। পরিষ্কার আকাশসহ অল্প অল্প বৃষ্টিতেই ডানা মেলতে চাইছে নীলকুরিঞ্জি। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৩০০ মিটার উচ্চতার ওপরে এই ফুলের দেখা মেলে। মুন্নারের উচ্চতা ১৬০০ মিটার, তাই এখানেই এই ফুল দেখা যায় সবথেকে বেশি। নিয়ম করে ১২ বছর পরে এই ফুল ফোটে। শেষবার ফুলটি ফুটেছিল ২০০৬ সালে। ফলে এই ফুলকে ঘিরে অন্তত ২০ লক্ষ মানুষ মুন্নারে পাড়ি জমান। (১৫.৮.১৮)

পকেটমার থেকে বাঁচতে-৩৯

বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা

★ গত জানুয়ারিতে কসবা থানায় অমিত কুমার পাল নামে এক বৃদ্ধ অভিযোগ দায়ের করেন। একটি প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রে দ্বৈপায়ন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি নিজের বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেন। তিনি নিজেকে সিনিয়র ভিজিল্যান্স অফিসার বলে উল্লেখ করেন। বিজ্ঞাপন দেখে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য কসবার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ ৪৮ বছরের ওই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর মেয়েকে দেখতে আসেন দ্বৈপায়ন। কিন্তু তাঁকে পছন্দ নয় বলে নাকচ করে দেন বৃদ্ধর মেয়ে। ওই ব্যক্তি আদৌ ওই পদে কাজ করে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন ওই তরুণী। পরদিনই অন্য একটি নম্বর থেকে ফোন পান অমিত কুমার। ফোনে এক ব্যক্তি তাঁকে জানান, তিনি চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার বলছেন। তাঁরা বিয়ে নাকচ করে দেওয়ায়, তাঁর সহকর্মী দ্বৈপায়ন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। বৃদ্ধকে ভয় দেখান, এর জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে। সিবিআই পর্যন্ত গড়াতে পারে মামলা। সেই হুমকি ফোনে ঘাবড়ে গিয়ে ওই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে প্রতারকের কথা মতো ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে আসেন বৃদ্ধ। কিন্তু শেষমেষ প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধ। (৭.৪.১৮)

সিঁধ কেটে খুনের চেষ্টা

★ আমরা জানি সিঁধ কেটে চুরি করা হয়। সিঁধ কেটে খুনের চেষ্টা অভিনব। বছর পঞ্চাশের জখম মহিলা নাম অর্চনা মণ্ডল। বিড়ি বেঁধে সংসার চালাতেন। দুই মেয়ে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে একা থাকতেন। অভিযুক্ত সুরজ সিকদার নদীয়ার হাসখালি থানার বাসিন্দা। ঘরের পিছনে মাটি কেটে সিঁদ বানিয়ে সরু গর্ত দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল দুষ্কৃতি। (৬.৯.১৭)

সুন্দরবনে দূষণের বহু কারণ

★ সুন্দরবনের দূষণ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যকে আগেই সতর্ক করেছিল পরিবেশ আদালত। বলেছিল, পুরোনো ট্রলার, ভুটভুটিগুলিই দূষণ ছড়াচ্ছে ওই এলাকায়। এখানে এখনও কোনও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। রাজ্যের তরফে সুন্দরবনের সংরক্ষণের বিষয়ে যে রিপোর্ট পরিবেশ আদালতে দাখিল করা হয়েছে, তাতে এই প্রবণতাগুলিকেই দূষণ সমস্যার অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের অভিযোগ, পুরোনো ট্রলার, ভুটভুটিগুলি থেকে দূষিত তেল মিশছে সুন্দরবনের জলে। তা থেকে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে জীববৈচিত্রের। পর্যটকদের নিয়ে যে লঞ্চগুলি যাতায়াত করে, সেগুলি থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্যও সরাসরি মিশছে নদীর জলে। সমস্যার কথা পরিবেশ আদালতে তুলে ধরা হয়েছিল। যে সমস্যাগুলি নিরসনে বেশ কিছু নির্দেশিকাও দেয় জাতীয় পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ। সুন্দরবনের কোর এরিয়ার পাশ দিয়েই রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক জলপথ। সেই রুটে ফ্লাই অ্যাশ নিয়ে যায় পণ্যও পরিবাহী জলযানগুলি। সরকারেরই আশঙ্কা, এমন জলযানে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, সুন্দরবনের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দেশের প্রথম ন'টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্যতম সুন্দরবনকে টাইগার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। ১৯৮৭ সালে তা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা লাভ করে। এদেশের ম্যানগ্রোভের ৬০ শতাংশই রয়েছে সুন্দরবনে। দেশে যত ধরনের ম্যানগ্রোভের প্রজাতি মেলে, তার ৯০ শতাংশই রয়েছে এই এলাকায়। বাঘ ছাড়াও মেছো বিড়াল, খাঁড়ির কুমির, অলিভ রিডলে কচ্ছপ, গাঙ্গেয় ডলফিন ছাড়াও বিভিন্ন রকমের সাপও মেলে সুন্দরবনে। এদেশে যে ১২ ধরনের মাছরাঙা মেলে তার মধ্যে ৮ ধরনের মাছরাঙাই মেলে এখানে। সুভাষের বক্তব্য, সমস্যাগুলি চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়, সেগুলির নিরসনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিবেশ রক্ষায় দিল্লিতে জোড় বিজোড় ফর্মূলা

★ দিল্লিতে ১ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। এদিন ছিল বিজোড়ের দিন (গাড়ির শেষ সংখ্যা বিজোড়)। এইসব গাড়ি চলেছে। সাফল্য পাওয়া গেছে। চলে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিল্লি সরকার আন্দোলনে পরিণত করেছে। দূষণ বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপ। ভারতে এটা প্রথম। জোড় সংখ্যা গাড়ি চলতে দেওয়া হয়নি। যদিও জোড় সংখ্যা গাড়ি কম রাস্তায় নামে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-৩১

মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাডার চিনে

★ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির ডিফেন্স ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের 'কাটিং এজ রাডার'। এটি যেখানে বসানো হবে তার আশেপাশের ২ কিমি এলাকায় কোনও মশা থাকলে তা জানান দেবে এই রাডার। রাডার থেকে এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বের হবে। যা থেকে মশার সন্ধান, এমনকি মশা সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পারবে কন্ট্রোলরুম। এই প্রকল্প সফল হলে সমগ্র মানবজাতি এথেকে উপকৃত হবে। আধুনিক সভ্যতার জন্য মশা একটি বড় অভিশাপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট বলছে প্রতি বছর মশার কামড়ে বিশ্বে অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ মারা যান। (৩.৪.১৮)

কামড়ালে মশা নিজেই মরবে

★ কেনিয়ার একদল গবেষকের গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে এমনই এক আশ্চর্যজনক ওষুধ, যা খাওয়ার পর ২৮ দিন পর্যন্ত আপনাকে কামড়ালে মারা যাবে মশা। গবেষণা তথ্য প্রকাশ করে 'দ্য ল্যানসেট' জার্নালে বলা হয়েছে। অ্যান্টি-প্যারাসাইটিক ওষুধ 'ইভারমেকটিন' সেবনে মানুষের রক্ত মশার জন্য বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ফলে ২৮ দিন পর্যন্ত আপনার রক্ত পান করলে মশা নিজেই মারা যাবে। এটি একটি আশ্চর্য উদ্ভাবন বলে মনে করছেন গবেষকরা। (৫.৪.১৮)

লার্ভাতেই মশা ধ্বংসে ব্যাকটেরিয়া

★ মশার লার্ভা ধ্বংস করতে এবার জলাশয় খালে ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করছে নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন পর্যদ (এনকেডিএ)। তাদের দাবি মশার লার্ভা ধ্বংসে অত্যন্ত কার্যকরী এই ব্যাকটেরিয়া। লার্ভা নিধনের এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করায় নয়া উপনগরী এলাকায় মশার দাপট অনেকটাই কমেছে।

দূষণ বিষে জর্জরিত পরিবেশ

পুষ্প সাঁতরা ঃ মানব সভ্যতার ক্রান্তিকাল এখন। লোভের রাজ্যে বিপন্ন পরিবেশ; আর অরণ্য ভূমিতো শেষের অপেক্ষায়। বিষময় প্রকৃতি-পরিবেশ বায়ু দূষণের শিকার গ্রাম ও শহরের পরিবেশ। কলকারখানার ধোঁয়া বিষ। চাষে কীটনাশকের অবাধ ছাড়পত্র। জলে আর্সেনিক মাটিতে মিশছে বর্জ্য দূষিত জল। প্রকৃতির সঙ্গে জুলুমবাজিতে পলিব্যাগের ছড়াছড়ি। মাটির স্বাস্থ্য ভাল নেই। ফর্মালিন চুবানো মাছ। ভাগাড়ের মাংস খেয়ে দিব্য বেঁচে আছি তো! ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে গ্রামে ভেসে বেড়াচ্ছে কালো ধোঁয়া। অদ্ভুত আঁধারে ফুসফুসের যন্ত্রণা। ব্যবসায়ী এবং মুনাফালোভীরা এক একটি বিষ ডাঁশ, পিঠে বসলেও তাড়াতে পারছি না। দুনিয়াটা বিষ বাজার; এখানে কেনাবেচা হয়, লোভ-লালসা। বনবন ঘুরছে বিষচক্র। মনেও বিষপাথর জমেছে, গলছে না কিছুতেই।

হন্যমান বাতাসে বিপন্ন পক্ষী-প্রাণীকূল। তাই বলি গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান। শরীরে মনে মানুষ, বিষ মানুষ। দাহ ও দহনের মধ্যে বেঁচে আছে জীবন। প্রকৃতিকে জয় করার নেশায় যতই মেতে উঠছে ততই পৃথিবী ধর্ষিতা হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। কী আজব ব্যাপার গাছ সখ্য গড়ছে মাটির সঙ্গে আর মানুষ ক্রীড়নক! নীলকণ্ঠ শিব তো নেই, যিনি কণ্ঠে বিষ ধারণ করবেন? দূষণ বিষ ঝাড়ার দায় তো আমাদের? জলে মৃত্যু ভাসে, বাতাসে প্রাণবায়ু ওড়ে, দূষণ যন্ত্রণায় শুষে নিচ্ছে সব রস। আমরা ঋণী বসুন্ধরার কাছে ইকোলজিক্যাল ডেট বা বাস্তুতান্ত্রিক ঋণেও জর্জরিত। ঋণ শোধ তো করতেই হবে। নাহলে বাঁচবো কী করে? বিশ্বের মানুষর পতন গ্রাসের কিনারায়; এই পতনগ্রাসের পাসওয়ার্ড একবার খুঁজি কেননা চরম বিপদের মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতায় মানুষ তো অনন্য! দূষণবিষ আয়ু বাড়ায় না বরং কেড়ে নেয়। সচেতনতা বোধ, বিকল্প শক্তি ব্যবহার, জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ। আসুন বিষমুক্ত সমাজ-পরিবেশ গড়ি। আমাদের বেঁচে থাকার পাসওয়ার্ডটা সুস্থ ও সবুজ রাখি।

গৃহিনীদের টিপস্ - ৪৩

এসি ছাড়াই ঘর ঠাণ্ডা রাখার

★ ঘরে ভেন্টিলেটর, ভালো করে পরিষ্কার করে রাখুন। ★ ঘর ঠাণ্ডা করার সহজ উপায় হলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা। জানালার বিপরীত পাশে ফ্যান লাগাতে পারেন। এতে ঘরে বাতাস চলাচল বেড়ে গিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখবে। ★ টেবিল ফ্যানের সামনে কিছু বরফ রাখুন। তারপর ফ্যানটি ছেড়ে দিন। বরফের কারণে বাতাস ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। ফলে ঘর ঠাণ্ডা হবে। ★ দরকার ছাড়া ঘরের আলো একদম জ্বালাবেন না। ★ ঘরের জানলা কাচের হলে মোটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিন। পর্দার রং গাঢ় হওয়া চাই। কারণ, হালকা রঙের পর্দা তাপ আটকানোর ক্ষেত্রে মোটেই কার্যকরী নয়। ★ বাজার থেকে খেসের পর্দা কিনে নিয়ে এসে জানলায় লাগিয়ে দিন। সুযোগমতো মাঝে মাঝে তা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন। ★ ঘরের মধ্যে টবে গাছ রাখুন। দেখবেন এর ফলে ঘর বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা লাগবে। ★ ঘর মোছার সময় জলের মধ্যে বেশ খানিকটা নুন ঢেলে নিন। নুন জল দিয়ে ভিজে ভিজে করে ঘর মুছতে পারলে ঘরের তাপমাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সুস্থ থাকার টিপস - ৯১

ঝড়ের সময়

★ আপনার পরিবার, প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের খোঁজখবর রাখুন। ওদের প্রয়োজনে এগিয়ে যান। ★ পরিমিত পরিমাণে ব্যান্ডেজ এবং আঠাযুক্ত ব্যান্ডেজ মজুত রাখুন। ★ বাড়ির জানালা-দরজা একটু দেখে নিন শক্তপোক্ত জানালা-দরজাই ঝড়ের সময় আপনাকে রক্ষা করবে। ★ বাড়ির আশেপাশের গাছ বিপদজনক অবস্থায় থাকলে ঝড়ের সময় তা এড়িয়ে চলুন। ★ ঝড়ের সময় শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের চোখেই ধুলা-বালি যায়, চোখ না কচলে স্বচ্ছ জলের ঝাপটা দিন। ★ বাড়ির আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিন, পরিত্যক্ত টিন-শিট ঝড়ের সময় ভয়ংকর। ★ ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ-এর তার এড়িয়ে চলুন। আমি-আপনি কেও জানিনা, তারটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সচল কি-না। ★ অযথা আতঙ্কিত হবেন না, ঝড়ের সময় ঘরে স্থির থাকুন। ★ বাড়িতে উপযুক্ত পরিমাণে পানীয় জলের জোগান রাখুন। ★ বাড়ির অসুস্থ ব্যক্তির ঔষধাদি দেখে নিন, পরিমাণে কম থাকলে, আগামী এক সপ্তাহের ঔষধ মজুত রাখুন। ★ ঘূর্ণিঝড় খবরাখবর রেডিওতে শুনতে থাকুন। ★ ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি বন্ধ রাখুন; সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্লাগ থেকে খুলে রাখুন। ★ বাড়ির ছাদের কার্নিশে এমন কিছু নেই তো? যা ঝড়ের সময় উপর থেকে পরে আপনাকে আহত করতে পারে? ★ বাড়িতে যথাসম্ভব শুকনো খাদ্য মজুত রাখুন। ঝড়ের সময় বা পরে যা আপনার প্রয়োজন। ★ মোমবাতি, দেশলাই মজুত রাখুন। হ্যারিকেন-কুপির শুকনো সলতে সযত্নে রাখুন।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ নভেম্বর ২০১৮

৩১.১০ ঃ প্যাটেলের মূর্তি উদ্বোধন করে মোদির প্রচার ঃ

দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ধাতব মূর্তি। 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'। বিশ্বের সর্বোচ্চ ৫৯৭ ফুট। গুজরাটের রাজপিপলার সাধু বেট দ্বীপের কেওড়িয়ায় বিশ্বের সব মূর্তিকে টেক্কা দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কেওড়িয়াই নব্বইয়ের দশকে উত্তপ্ত হয়েছিল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে। সর্দার সরোবর বাঁধের নির্মাণ নির্বিঘ্নে করতে আন্দোলনরত কৃষকদের লাঠিপেটা করে রাজ্যছাড়া করেছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের সরকার। স্বাধীনতার পর ৫৫০ রাজত্ব অধিগ্রহণ করে দেশের অঙ্গ করেন সর্দার প্যাটেল। লেগেছে ৭০ হাজার টন সিমেন্ট, সাড়ে ২৪ হাজার টন ইস্পাত। মূর্তি মজবুত করতে লেগেছে সাড়ে ১৮ হাজার টন ইস্পাত। এবং নির্মাণে বাকি ৬ হাজার টন। ১৭০০ মেট্রিক টন ব্রোঞ্জ লেগেছে মূর্তির বহিরঙ্গ গড়তে। ছিলেন ৪ হাজার নির্মাণ কর্মী। মূর্তির পাশেই তৈরি হয়েছে ১৩৫ মিটার উঁচু গ্যালারি। ২০০০০ হাজার বর্গমিটার জুড়ে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। ১২ বর্গকিমি কৃত্রিম হ্রদে ঘেরা। ২০১৪-র অক্টোবরে ২,৯৮৯ কোটি টাকায় এর নকশা তৈরি, বরাত পেয়েছিল লারসেন অ্যান্ড টুবরো। নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৩-র ৩১ অক্টোবর। শেষ হয় ২০১৮-র ৩০ অক্টোবর। মূর্তির নকশা ভাস্কর রাম ভি সুতার। তদারকি করেছে দুবাইয়ের বুর্জ খালিফার নির্মাণে খ্যাত 'মাইকেল গ্রেভ্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্স এবং মেইনহার্ডট গ্রুপ।

২.১১ ঃ আইএমএ'র শীর্ষপদে বাঙালি চিকিৎসক ঃ

দেশের ৪ লক্ষ চিকিৎসকের সর্ববৃহৎ ডাক্তার সংগঠন ইন্ডিয়ান মেটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ'র) সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন ডাঃ শান্তনু সেন। দীর্ঘ ১৪ বছর পর এই পদে আসীন হলেন কোনও বাঙালি চিকিৎসক। বিজেপি মনোভাবাপন্ন প্রার্থীর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি ডাঃ সেনের এই লড়াই নিয়ে বাংলা সহ দেশজুড়ে চিকিৎসক মহলে সোরগোল পড়েছিল। ন'জন বাঙালি চিকিৎসক সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন আইএমএ-র প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি। ডাঃ নীলরতন সরকার ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালি সর্বভারতীয় সভাপতি। শান্তনুবাবুর ১৪ বছর আগে বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায় আইএমএ-র শীর্ষপদে বসেছিলেন। এ বছর ২৮ ডিসেম্বর শান্তনুবাবু দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

★ চন্দননগরে অল সোলস ডে ঃ

ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে 'অল সোলস ডে' উপলক্ষ্যে শুক্রবার সমাধিস্থ থাকা প্রিয়জনদের আত্মার শান্তি কামনা করলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ইংরেজ শাসন শেষ হলেও ফরাসি চন্দননগরে কর্মসূত্রে রয়ে যান বহু ফরাসি মানুষ। একসময়ে এখানেই তাঁরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রতিবছর ২ নভেম্বর চন্দননগরে তাঁদের প্রিয়জনরা আসেন। সমাধিস্থলে এসে ফরাসিরা প্রিয়জনদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন।

৪ ঃ ২৩ বছর চলছে দিলওয়ালে দুলহানিয়া ... ঃ

গত ২৩ বছর ধরে সকাল সাড়ে এগারোটার মর্নিং শোতে রোজ দেখানো হচ্ছে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' ছবিটি। ১৯৯৫ সালে আদিত্য চোপড়ার দিলওয়ালে দুলহানিয়া সংক্ষেপে ডিডিএলজি সারাদেশে মুক্তি পেয়েছিল। প্রায় এক-দেড় বছর ধরে সারা দেশের সিনেমাহলে দাপিয়ে বেরিয়েছিল এই ছবি। বক্স অফিস রেকর্ড ছিল অবিশ্বাস্য। শাহরুখ-কাজলের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রিতে মাতোয়ারা হয়েছিলেন সকলেই। মুম্বাইয়ের মারাঠা মন্দিরের শো টানা ২৩ বছর ধরে একইভাবে চলছে। শনি ও রবিবার এখনও ডিডিএলজি-র শো হাউসফুল থাকে। মারাঠা মন্দির তৈরি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড।

১১ ঃ কঙ্গোতে ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে নিহত ২ শতাধিক ঃ

কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে ২০০ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আগস্ট মাসে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত ২৯১ জন আক্রান্ত হয়েছে। শহরটিতে প্রায় ৮ লাখ লোকের বাস। ১৯৭৬ সালে কঙ্গোতে প্রথম ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

১৭ ঃ ইথিওপিয়ায় শৌচালয় নেই ঃ

ভারত নয়। বিশ্বে সবচেয়ে কম শৌচালয় ইথিওপিয়ায়। ওদেশের ৯৩ শতাংশ জনগণ পরিস্কার শৌচালয় থেকে বঞ্চিত। ফলে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম হয় আকচার। ১৭ নভেম্বর বিশ্ব শৌচালয় দিবসে এই তথ্য দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ওয়াটর এইড'।

২১ ঃ উত্তরপ্রদেশে কৃষকদের ঋণ শোধ অমিতাভের ঃ

উত্তরপ্রদেশে ১৩৯৮ জন কৃষকের ঋণ শোধ করে দিলেন অমিতাভ বচ্চন। এর আগে মহারাষ্ট্রে ৩৫০ জনেরও বেশি কৃষককে ঋণ বোঝা থেকে মুক্ত করেন। এর জন্য দিতে হয়েছে ৪.০৫ কোটি টাকা।

২২ ঃ খেঁকশিয়ালের মাংসে হয় ভোজও ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুরে খেঁকশিয়াল দুটিকে মারা হয়েছে তপনের ভদ্রাইল হাই মাদ্রাসায়। সেখানে থাকে শিক্ষক তরিকুল। মিড-ডে মিলের উচ্ছিষ্ট খেতে রোজ সেখানে খেঁকশিয়াল আসত। আরও কয়েকজনের সঙ্গে ফন্দি করে গত মঙ্গলবার সে প্রাণী দুটিকে হত্যা করে। বিকি শিয়াল দুটির ছবি দিয়ে ফেসবুক পোস্টে বীরত্ব জাহির করায়। খবর যায় কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী তথা পরিবেশপ্রেমী মানেকা গান্ধীর দপ্তরে। মানেকা নিজে রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তাকে ফোন করে ঘটনাটি জানতে চান। ওরা শিয়ালের মাংসে ভোজ সারে। ধরা পড়েছে বিকি। কেশ হয়েছে ৫ জনের বিরুদ্ধে।

২৪ ঃ আমরা এখনও মধ্যযুগে ঃ

টানা ২০ দিন ২০ মিনিট করে মন্ত্রোচ্চারণ করলে বাড়বে ফলন। মিলবে উচ্চমানের ফসল। বলল গোয়া সরকার। রাজ্যের কৃষি দপ্তর বৈদিক চাষে উৎসাহ দিতে কথা বলেছে 'ব্রহ্মকুমারী' ও 'শিব যোগ ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গেও। কৃষিমন্ত্রী বিজয় সরদেশাই ও কৃষি দপ্তরের ডিরেক্টর নেলসন ফিগুয়েইরেডো গিয়েছিলেন হরিয়ানায় গুরু শিবানন্দ আশ্রমেও।

২৫ ঃ মহিলাদের সেলাই মেশিন বিলি ঃ

সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সুন্দরবনের গোসাবার বালি দ্বীপে ২০টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২০টি সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। এগুলি মহিলাদের হাতে তুলে দেন গোসাবার বিডিও সৌম মিত্র। সুন্দরবন ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, খুব কষ্ট করে কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষির কাছ থেকে এই মেশিনগুলো পাওয়া গিয়েছে। ছিলেন সমাজসেবী প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার।

২৬ ঃ সমাজসেবীকে খুনের হুমকি দুস্কৃতিদের ঃ

বাসন্তীর প্রাঃ শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল পন্ডিতকে ফোনে

এরপর ১৫ পাতায়

সুন্দরবনের বাঘ ঃ নভেম্বর ২০১৮

২.১১ ঃ সন্ধ্যা ভোক্তাকে বাঘে নিল ঃ নদীতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘে তুলে নিয়ে গেল এক মহিলা মৎস্যজীবী সন্ধ্যা ভোক্তা (৪০)কে। স্বামী ছেলে সহ ছ'জন নিয়ে নৌকো করে ধূলিভাসা নদীতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যা ভোক্তা। পাশের কলস জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটি বাঘ এসে সন্ধ্যা ভোক্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে যায়। বডি পাওয়া যায়নি।

২৮ ঃ দিলীপ মণ্ডল (৪৫) প্রয়াত ঃ গোসাবার দুলকি গ্রামের দিলীপ মণ্ডল (৪৫) নামে এক মৎস্যজীবী বাঘের হানায় মারা যান। বডি পাওয়া গেছে।

সাপে কেটে মৃত্যু ঃ নভেম্বর ২০১৮

৩১.১০ ঃ যতন দাস (৬৫) মারা গেল ঃ বাড়ি বিনপুর থানার দহিজুড়ি অঞ্চলের ছেড়াবনি গ্রামে। জমিতে কাজ করছিলেন। যতনবাবুকে কোনও বিষধর সাপে ছোবল দেয়। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ওইদিন রাতেই তাকে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার রাতে মারা যান তিনি।

৬.১১ ঃ জগন্নাথ মালিক (৫২) প্রয়াত ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল জগন্নাথ মালিক (৫২) নামে এক ব্যক্তির। বাড়ি আরামবাগ থানার আরান্ডি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কিসমত খেদাইল গ্রামে। তিনি পেশায় ভাগচাষি। জমিতে জল দিতে গেলে তাকে সাপে কামড়ায়।

৮ ঃ কালি দাস (৩৮) মারা গেল ঃ বীরভূমের নানুরের কড্ডায় মাঠ থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কালি দাসকে (৩৮) সাপে কামড়ায়। প্রথমে বোলপুর হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর বৃহস্পতিবার রাতে মারা যান।

২৮ ঃ সাগর হালদার বেঁচে গেল ঃ বুধবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া হালদার পাড়ায় সাপের কামড় খেয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বেঁচে গেল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সাগর হালদার। ঠিক সময়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসায় বড় বিপদ এড়ানো গেছে।

চারের পাতার পর

পরিবেশ আন্দোলনে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

'অভয়াশ্রম' গড়ে তোলা হয়েছে। এই বিষয়ে গ্রামে গ্রামে বহু পথসভা, কর্মশালা ও প্ল্যাকার্ড ক্যাম্পেইন হয়েছে। এতে সুফল মিলেছে ব্যাপক।

● বাস্তুতন্ত্র সম্মত জৈব কৃষিকাজের জন্য যৌথখামার বা কৃষকমাঠ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এলাকায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষিকাজে ব্যাপক সাড়া ও সাফল্য মিলেছে।

● প্রচলিত শক্তির ব্যবহার কমিয়ে অপ্রচলিত ও পুনর্ভব শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য সোলার এনার্জি বা সৌরশক্তির সাহায্যে আলোর প্রচলন করা হয়েছে।

● গ্রামের বাড়িতে কমখরচে স্থানান্তরযোগ্য শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে পাশাপাশি আর্সেনিকমুক্ত পানীয়জলের জন্য গৃহস্তরে ফিল্টার পদ্ধতি প্রচলন ও ফিল্টার বন্টন করা হয়েছে।

● পুকুরের জলকে পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে Pond Sand Filter ব্যবস্থা যথেষ্ট পরীক্ষিত।

● ভূ-গর্ভের জল অপচয় রুখতে নলকূপের মুখে ফালেন-এর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

● বনৌষধি বাগান তৈরিতে চাষীদের উৎসাহে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি বাগান। গাছগাছড়ায় রোগমুক্তির প্রাচীন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহ-টোটকায় মানুষকে উৎসাহিত করা। এর অর্থকরি দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।

● আয়লার মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এবং বিধ্বস্ত এলাকার মাটির লবণাক্ততা কাটাতে 'সুগার বীট' চাষের প্রচলন। এছাড়া 'বীট'-জাত চিনি-গুড় মানুষের কাছে আর্থিক- সচ্ছলতায় এক নতুন মাত্রা। এর ভেষজগুণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। মাটির নোনা কাটাতে 'জার্ভা ধান' চাষের প্রচলন খুবই উপযোগী।

● পাখি ও বাদুড় হত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং এদের প্রয়োজনীয়তা পরিবেশে কতটা কার্যকরী তা বোঝানো।

বাসন্তীথানা এলাকার 'শান্তি সমন্বয় কমিটি'তে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্র সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এলাকার শান্তি রক্ষার পাশাপাশি শব্দদূষণ প্রতিরোধে এই সংগঠন বিশেষ উদ্যোগ নেয়। পরিবেশ দূষণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করি।

এবংবিধ বহু কর্মকান্ডের এক প্রগতিশীল শোভাযাত্রায় সামিল জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। সরকারের সংগে তালমিলিয়ে এই সংস্থা ইতিমধ্যে দেশ- বিদেশে তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেছে। পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য এই সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর দ্বারা 'ইন্দিরা গান্ধী পর্যাবরণ পুরস্কার ২০১৪'-এ সম্মানিত হয়েছে (১৯ ফেব্রুঃ ২০১৪)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের 'জীব- বৈচিত্র্য সংরক্ষণ পুরস্কার' (২২ মে ২০১৪) এবং আর প্লাস মিডিয়ার চ্যানেল প্রদত্ত' পরিবেশবন্ধু ও সমাজকর্মী পুরস্কার-২০১৫'তে সম্মানিত করেছেন আমাকে। এভাবে পরিবেশ রক্ষায় আরও মাইলফলক স্পর্শ করুক জেজিভিকে এই প্রত্যাশা রইল আগামিদিনের জন্য।

বাংলাদেশ - ২০

সুখটানে 'হ্যাস ওয়েল'

★ নাম 'হাসিস ওয়েল' বা 'হ্যাস ওয়েল'। গাঁজা থেকে সৃষ্ট। কিন্তু মাদক পরিবারে গাঁজার থেকেও ভয়ঙ্কর। সুখটানের জন্য সিগারেটের তামাক এক ফোঁটাই যথেষ্ট। গাঁজার সঙ্গে কেমিক্যাল মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে হ্যাস ওয়েল তৈরি করা হয়। ১ লিটারের দাম ১ লক্ষ টাকা। খোদ কলকাতার রিপন স্ট্রিট ও আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এলাকা থেকে ১৪০ গ্রাম এই তেল উদ্ধার করেছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। **(১.৪.১৮)**

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেশি ভারতে

★ ২০১৩ সালে সারা পৃথিবীতে মোট ১২ লাখ মানুষের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখে। পথ সুরক্ষা সম্পর্কিত 'হু'-র এই রিপোর্টটির নাম গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট-২০১৮। ওই রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৬ সালে সারা পৃথিবীতে যে ১৩ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বয়স ৫ থেকে ২৯ বছর। ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন। এছাড়া সারা পৃথিবীর নিরিখে আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি মানুষ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন। **(১০.১২.১৮)**

কলকাতার চিনা সংবাদপত্র

★ পাঁচ দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে কলকাতার একমাত্র চিনা সংবাদপত্র। কলকাতার সাবেকি জনগোষ্ঠীর সাথে বহুদিন ধরেই অনায়াসে মিশে আছেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া চিনারা। এই মহানগরীর আবহমানকালের ইতিহাসে চিনারা এমন কিছু অবদান রেখে গেছেন যে সেগুলি শুধু এই শহরেকেই নয়, সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলকেও সমৃদ্ধ করেছে। ৬নং নিউ ট্যাংরা রোড থেকে প্রকাশিত 'ওভারসীজ চাইনিজ কমার্স অব ইণ্ডিয়া' বর্তমানে শুধু এই শহরেই নয় — ভারতের একমাত্র চিনা ভাষায় প্রকাশিত ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র। প্রাক্তন ট্যানারি মালিক কে টি চ্যাং-এর অক্লান্ত সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতার ফসল এই পত্রিকাটি প্রায় অর্ধশত বছর ধরে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং কলকাতাবাসী চিনাদের মনে সোশ্যাল মিডিয়ার অভাব মিটিয়ে দিচ্ছে। (৫.৪.১৮)

কৃষ্ণসারস

তথাগত চক্রবর্তী

তোমাকে দেখি না আমি, দেখি কঠিন তমরস
রক্তের কালচিক বর্ণ, কখনো যে উদ্বায়ী লতা
গর্ভের কাছাকাছি প্রণয়ের সতেজ বার্তা
তোমার নিদারুণ ঋজু ভঙ্গিমায় পূর্ণ সন্তোষ।

কোথায় চলেছো আজ ক্ষমা করে গ্রাম্য নৈঃশব্দ?
যেখানে ভয়হীন কৃষ্ণসারসেরা বাসা বাঁধে জীবনের
যৌবন শেষে
খড় আর বাঁশের সৌধ, পদরেখা, মানুষের
সন্ন্যাসী বেশে
আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ছুঁয়ে থাকে তোমার খ্রিস্টাব্দ।

(কবি বিনোদ বেরার মৃত্যুতে লিখিত)

<u>নিবন্ধ</u>

জাফর পানাহি ও জরুরি অবস্থা

আদিদেব মুখোপাধ্যায়

পানাহি কিয়ারোস্তামির অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, পানাহির দুটো ছবির চিত্রনাট্য কিয়ারোস্তামির লেখা, পানাহি কিয়ারোস্তামির শিষ্য। পানাহির সমস্যা এই যে পানাহি কখনো এই তথ্য গোপন করেননি। বরং বারবার, নিজের সিনেমার বহু অনুষঙ্গে-প্রয়োগে মনে পড়িয়ে দিয়েছেন গুরুর কথা। অনিবার্যভাবে, এর ফলে, চলে আসে তুলনার জায়গাটা। পানাহি-র কি তবে ঠিকঠাক মৌলিকতা নেই? পানাহি কি যথেষ্ট সিরিয়াস নন? পানাহির আছে কি কোনো দার্শনিক জমি - যা ছিল অগ্রজ আব্বাসের? শ্রীযুক্ত জাফর পানাহি, তিনি কি সত্যিই র‍্যাডিকাল, না নিছকই ফেস্টিভ্যাল-ফ্রেন্ডলি ছবি-করিয়ে?

উত্তরগুলো খোঁজা খুব জরুরি নয়। জরুরি নয় এজন্যই যে পানাহি নিজে প্রশ্নগুলো আন্দাজ করেও উত্তরগুলো দিতে আগ্রহ বোধ করেন না। একুশ শতক এতটাই নড়বড়ে করে দিয়েছে আমাদের, একটি সলিড দার্শনিক জমি তৈরি করে নেওয়া আর সম্ভব কি? পানাহি জানেন না। জানেন না, কারণ পানাহি মহৎ হতে চান না। কেননা, পানাহি জানেন, মহত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। এর মানে এমন না যে পানাহি বলছেন মহত্ত্ব নেই। নিশ্চিত আছে, হয়তো থাকবেও; কিন্তু জ্বলন্ত সমস্যার সামনে তার প্রায়োগিক দিকটা কোথায়? শিল্প, অ্যান্টিপোয়েট্রি যেমন, থার্ড থিয়েটার যেমন, তেমনই, কীভাবে 'কাজের', 'কাছাকাছি'-র, নৈমিত্তিক সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে? সিনেমাকে আরো খুলে মেলে দেওয়া যায় কি? জবাব খুঁজতে চেয়ে পানাহি শৈল্পিক আপোষে আর বিশ্বাস করবেন না। 'দ্য হোয়াইট বেলুন' থেকে 'ট্যাক্সি তেহরান' অবধি তিনি ইরানিয়ান সিনেমার অস্থির রাজপুত্র থেকে গেলেন।

যেখানে কিয়ারোস্তামি নিঃশব্দ বিপ্লব; পানাহি এক সশব্দ বিদ্রোহ। ব্যঙ্গ-অশ্রু-উল্লাস-উদযাপনের সমন্বয়ে তাঁর ছবি, চলচ্চিত্রকে বের করে আনে চলতি ছক থেকে। অধীনতাকে আরো বেশি করে ব্যবহার করা এবং এরই মাধ্যমে শিল্পমাধ্যমটির অধীনতাগুলি ধ্বংস করে ফেলা - এক কথায় এটিই পানাহির নান্দনিক ফর্ম। একটা তুচ্ছ বিষয় থেকে ছবি করা বা ফর্ম হিসেবে অধীনতাকে ব্যবহার করা - এই ব্যাপারগুলো কিয়ারোস্তামির থেকেই পানাহি শিষ্য হিসেবে অর্জন করেছেন; নিশ্চিত। কিন্তু ওঁর ছবিতে আর একটা ব্যাপার (যা ওকে পৃথক করছে এবং শুধু পৃথকই না স্বতন্ত্র করছে) তা হল ঝাঁঝের উপস্থিতি। ঝাঁঝ-এর ইংরেজিতে হয়তো Angst বলা যেতে পারে। কিয়ারোস্তামি যেখানে সমকালকে ব্যবহার করে অবলোকন ও ধ্যানের মাধ্যমে শাশ্বতকে আবিষ্কার করতে চান পানাহি সেখানে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সমকালের সমস্যায় প্রবেশ করেন এবং সংরক্তভাবে মন্তব্য করতে থাকেন। (মন্তব্যের প্রবণতা কিয়ারোস্তামির ক্ষেত্রে প্রচুর আছে, ভুলে যাচ্ছি না, তবু তিনি ঋষিপ্রতিম, আমাদের থেকে কিছুটা দূরে তাঁর একাকী অবস্থান। পানাহি সেখানে পাশের বাড়ির মেধাবী তরুণ।) কিয়ারোস্তামি মহৎ, নৈর্ব্যক্তিক দ্রষ্টা। পানাহি ক্রুদ্ধ, ব্যক্তিগত, সমস্যার সাথে লিপ্ত।

এবং পানাহি, আমরা দেখেছি, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টের মতো তদন্ত করে দ্যাখেন স্বদেশের সমস্যাগুলি। কিয়ারোস্তামি যেকারণে ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করেছেন সেটি কিন্তু একদমই শিল্পের খাতিরে। আর পানাহির অফসাইড বা মিরর-এর মতো আধা ভিডিও আধা-ছবি হতোই না যদি ওভাবে না তোলা হতো — ওগুলি রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রোপাগাণ্ডার ধাঁচে তোলা সুতরাং ছবির ফর্মটিও ঐরূপ হয়েছে। হোয়াইট বেলুন - কিয়ারোস্তামির স্ক্রিপ্ট, আমরা জানি - শান্ত ও ম্যাজিকাল - পানাহির পরিচয় নয়; মিরর - শুরু হল তদন্ত, পানাহি চলচ্চিত্রীয় এথিকস বর্জন করেন ও বাস্তবতাকে দুভাগে ভেঙে দ্যান - ক্রুদ্ধ ও সংরক্ত; সার্কল - স্বদেশ নিয়ে সরাসরি মন্তব্যে চলে আসা কিন্তু শেষ কথা না উচ্চারণ করা - ওপেন এন্ডেড; ক্রিমসন গোল্ড-অন্য স্বদেশকে আবিষ্কার, অন্ধকারতম ছবি; অফসাইড - চলচ্চিত্রের মুক্তি ঘোষণা এবং চার্ম ও প্রত্যয়ে জ্বলে ওঠে। দিস ইজ নট এ ফিল্ম - স্পর্ধার আলেখ্য, আগুন জ্বলছে এই তথ্য জানানো / রিপোর্তাজ; ক্লোজড কার্টেন - (দেখিনি), ট্যাক্সি-সিনেমার প্রতি ভালোবাসা এবং অগ্রজের ছবি টেন-এর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। শিশুদের সমস্যা নিয়ে ছবি - পানাহি মিরর করলেন (প্রাক বিপ্লব ইরান, উত্তর বিপ্লব ইরান; সুতরাং মন্তব্য ও ফর্মও বদলে গ্যালো), মেয়েদের সমস্যা নিয়ে ছবি, সার্কল ও অফসাইড - আপাততুচ্ছ বিষয়কে ব্যাপক সিরিয়াসনেস দেওয়া এবং সর্বোপরি বিপুল অবদান বর্তমান ইরানিয়ান প্রজন্মকে যথাযথ তুলে আনা। একটি মেয়ে তার প্রেমিকের জন্য গেঞ্জি কিনছে (সার্কল) বা বন্দী মেয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে (অফসাইড) - আমরা দেখছি ইরান পালটে যাচ্ছে। এটা কিয়ারোস্তামির কোকার গ্রাম নয়, বরং তেহরান, বরং রুক্ষ কর্কশ শহর। মেয়েরা ফুটবল খেলা দেখতে পারবে না কেন - পানাহি মন্তব্য করলেন, মেয়েরা কেন সামাজিক অধিকারগুলো ঠিকমতো পাবে না - পানাহি মন্তব্য করলেন, তরুণ ইরান কী চায় - (চেতন ভগতের সাথে কেউ গোলাবেন না; বিশ্বাস) - পানাহি উত্তর খুঁজতে চাইলেন। পানাহি চলচ্চিত্রের সমস্যা আর সমকালের সমস্যাকে **এরপর ১৫ পাতায়**

আইনি অধিকার - ৩১

দ্বীপের মালিকানা বদলায় ৬ মাস অন্তর

★ ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তের বিদাসোয়া নদির ওপর ফিসেন্ট দ্বীপের মালিক এই দুই দেশ। তাই প্রতি ৬ মাস অন্তর হাত বদলায় এই দ্বীপ। ফলে এই দ্বীপের ৬ মাস শাসন চালায় ফ্রান্স, বাকি ৬ মাস চলে স্পেনের শাসন। এই প্রথা মেনেই কাল ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দ্বীপটি চলে যাচ্ছে স্পেনের অধীনে। মাত্র ৩ হাজার বর্গমিটার আয়তনের দ্বীপটি আবার ১ আগস্ট ফিরে পাবে ফ্রান্স। ৩৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এভাবে দু'দেশের মধ্যে হাত বদল হচ্ছে নৌকো আকৃতির ফিসেন্ট দ্বীপ। উল্লেখ্য, বিদাসোয়া নদী দুই দেশকে আলাদা করেছে। আর এই ছোট্ট দ্বীপের মালিকানা নিয়েই দু'দেশের মধ্যে প্রায় ৩০ বছর যুদ্ধ চলে। অবশেষে ১৬৫৯ সালে সই হয় ঐতিহাসিক চুক্তি। চুক্তির পর যে দেশ যখন দ্বীপটি হাতে পায়, তখন তারা তাদের মতো নাম দেয়। অর্থাৎ দ্বীপটির দুটো নাম। ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে ফিসেন্ট দ্বীপ নিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ বন্ধ হয়। যখন যে দেশের অধীনে থাকে তখন সেই দেশের পতাকা ওড়ে দ্বীপটিতে। তবে এই দ্বীপে কোনও স্থায়ী জনবসতি নেই। বিশেষ অনুমতি ছাড়া পর্যটক বা দর্শনার্থীদের প্রবেশও নিষিদ্ধ। **(৩১.১.১৮)**

জাফর পানাহি ও জরুরি অবস্থা

চোদ্দ পাতার পর

এক করে দ্যাখেন, সুতরাং জরুরি। পানাহি চান অসঙ্গতি, নানা ক্র্যাক, সুতরাং ফর্মের ক্ষেত্রে র‍্যাডিকাল, ধাঁচের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক কমেডি পানাহির ছবি করা কেন? না, স্বদেশের নিন্দে নয় - বরং একটা স্ফুলিংগ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া। পানাহি সম্ভবত বলতে চাইছেন ঃ আর্ট ফর আর্টস সেক-এর দিন শেষ হয়েছে, এখন সময় প্রতিবেদনের। আমাদের কি এবার জঁ লুক গোদার নামে এক একদা-তরুণের কথা মনে পড়বে না? তফাৎ এই, গোদার উন্নাসিক, তিনি দর্শককে বিব্রত করতে চান, পানাহি অ্যাক্টিভিস্ট, তিনি এনগেজ করতে চান। তনুজ সরকার ও পৃথজ সেনগুপ্ত-কে ধন্যবাদ।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ

বারো পাতার পর

অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণ নাশের হুমকি দিল দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে অমল পন্ডিত বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি ২৩ জন দুঃস্থ ছাত্র নিয়ে মহেশপুর রাখালচন্দ্র সেবাশ্রম চালান। ৭০৭৪৫৩৬৩৮২ নম্বর থেকে অচেনা এক ব্যক্তি লাগাতার গালিগালাজ করার পর প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এমন ঘটনায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার মানুষ।

২৭ ঃ বাংলার 'রফি' আজিজ (৬৪) প্রয়াত ঃ

অশোকনগরে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই মহম্মদ রফির গান ছিল তাঁর কণ্ঠে। একটা সময়ে ধর্মতলার একটি বারে নিয়মিত গান গাইতেন। সেই গান শুনেই ১৯৮২-তে বাংলা ছবি জ্যোতি-তে প্রথম প্লে ব্যাক করার সুযোগ পান। অন্নু মালিকের সুরে প্লে ব্যাক করেন 'অম্বর' ও 'মর্দ' ছবিতে। পরে কল্যাণজি আনন্দজি, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, নৌসাদ, রাহুলদেব বর্মন, ও পি নায়ার, বাপি লাহিড়ী প্রমুখ বলিউডের প্রায় সব সুরকারের সুরেই তাঁর কণ্ঠে উঠে আসে গান। তাঁর গাওয়া গান জনপ্রিয় হয় অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী, গোবিন্দা প্রমুখ অভিনেতার ঠোঁটে। বাংলা ছবিতেও গেয়েছেন অসংখ্য গান। গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, অনুরাধা পড়োয়াল, কবিতা কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে। ওড়িয়া ছবির গান ও ভজনেও জনপ্রিয় ছিলেন আজিজ।

★ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে যাওয়া-আসার সময় বাঁধা হল ঃ

পর্ষদের পক্ষ থেকে স্কুলগুলিকে এক নির্দেশিকা পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সকাল ১০টা ২৫ মিনিটের মধ্যে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে হবে। বিকেল সাড়ে চারটের আগে কোনওভাবেই স্কুল ত্যাগ করা যাবে না। ফাঁকিবাজ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে শোকজ করার পাশাপাশি প্রয়োজনে সাসপেণ্ডও করার দাওয়াইও প্রয়োগ করা হতে পারে। এবার থেকে পড়ুয়াদের মূল্যায়ণের মুখেও পড়তে হচ্ছে শিক্ষকদের।

২৯ ঃ ব্রিটেনের নোটে জগদীশচন্দ্র ঃ

ব্রিটেনের নতুন ৫০ পাউন্ডে ছাপা হতে পারে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ছবি। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের নতুন ৫০ পাউন্ডের নোট চালু করার আগে এমন প্রস্তাব এসেছে। এজন্য ২ নভেম্বর থেকে মনোনয়ন নেওয়া শুরু হয়েছে। এই নোটে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির ছবিই ব্যবহার করা হবে। তবে কোনো কাল্পনিক চরিত্র ও জীবিত ব্যক্তির নাম মনোনয়নের জন্য পাঠানো যাবে না।

৩০.১১ ঃ জলের তলা দিয়ে দুবাই থেকে মুম্বাই ঃ

দুবাইয়ের ফুজাইরা থেকে মুম্বইয়ের ২০০০ কিলোমিটারের দূরত্ব ঘোচাবে রেলপথ। আবুধাবিতে আয়োজিত এক কনক্লেভে এই পরিকল্পনায় চূড়ান্ত সিলমোহর পড়েছে। এই রেলপথ চালু হলে ২ দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অনেকটাই বাড়বে। ভাসমান এই রেলপথ দিয়ে যাত্রী পরিবহণ করা হবে।

জীবিকা - ১২

নতুন কাজের সুযোগ করে দেবে বর্জ্য

★ বর্জ্য হয়ে উঠতে পারে রোজগারের অন্যতম মাধ্যম। তৈরি করতে পারে অসংখ্য কর্মসংস্থান। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের সহযোগিতায় 'সাস্টেনেবল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় উঠে এল এই তথ্য। ছিলেন পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব অর্ণব রায়, রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. কল্যাণ রুদ্র, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত মণ্ডল, আইটিসি-র পক্ষে চিত্তরঞ্জন দার, প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্সের পক্ষে দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ।

অর্ণব রাজ বলেন, 'যে প্লাস্টিক ব্যাগগুলি একবার মাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতেই তৈরি হচ্ছে প্রায় ৫০ শতাংশ বর্জ্য। এ ব্যাপারে সরকার, শিল্প এবং ব্যক্তিবিশেষ সকলকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে একটি শক্তিশালী ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম তৈরি করা যায়। এ বিষয়ে কোন্ বর্জ্যের কী মূল্য সেটি ঠিক করে, সেগুলিকে ঠিকঠাক জোগাড় করে, পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। কল্যাণ রুদ্র বলেন, প্লাস্টিক ব্যাগ আর বোতলের পঞ্চাশ শতাংশ একবার মাত্র ব্যবহার হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি এই অভ্যাস বদল করা উচিত। সম্পদ সৃষ্টিতে বর্জ্য হল একটি লুকোনো ধন। দেখা গেছে, ৬৮.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন পুরসভার বর্জ্য ব্যবহার করে ছয় থেকে সাড়ে সাত লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

AAJKER BASUNDHARA ◆ VOL.-8, NO. 8 ◆ JUNE 2019 ◆ MONTHLY
◆ REGD. RNI NO. WBBEN/2011/41525 ◆ RS. 2.00

রাজ্য সরকারের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

পরিচালনায় ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উৎকর্ষ বাংলা (PBSSD) এর অধীনে এতদাঞ্চলের যুবক যুবতীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের এখানে। বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থানে থেকে বেকারত্বের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানব সম্পদকে বাঁচাতে ও স্বাবলম্বী করতে সরকারের সাথে যৌথভাবে আমাদের সংগঠন নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে কিভাবে এই বেকরাত্ব দূরীভূত করে সমুদয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়া যায়।

উদ্দেশ্য

● পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বনির্ভর করা। ● তথ্য ও প্রযুক্তিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। ● ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা। ● আন্তর্জাতিক মানের সরকারি সার্টিফিকেট প্রদান করা। ● সরকারি লোন ও চাকরিতে বিশেষ সহযোগিতা করা। ● কোর্স শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত স্টাইপেন্ড সরাসরি এ্যাকাউন্টে প্রদান করা। ● কৃষক সমাজকে আরো উন্নত করা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করা।

কোর্স সমূহ

১। কম্পোস্ট সার তৈরি ২। জৈব বা অর্গানিক চাষ ৩। সেলাই প্রশিক্ষণ
৪। ছুতোর প্রশিক্ষণ ৫। ইলেকট্রিকের প্রশিক্ষণ

শর্তাবলী

১। বয়স হতে হবে ১৪ বছর বা তার বেশি।

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম বা তার বেশি (কোর্স অনুযায়ী)।

৩। আধার কার্ড ৪। দুই কপি পাসপোর্ট ফটো।

৫। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট বই এর জেরক্স ৬। সর্বোচ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।

যোগাযোগ ঃ- জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩১২

মোবাইল- ৯০৯১২০২৮৩৮ / ৮০১৬৭২৮৯৮৮ / ৮০১৬৩৭৭৪৬৬

বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন

একটি আদর্শ ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি চলছে

প্রচ্ছদ - দিব্যেন্দু মণ্ডল, পোষ্ট ও গ্রাম - জ্যোতিষপুর, থানা - বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন - ৮৬০৯৯৭১৭৭৩

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134

● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com ●

EDITOR : PRABHUDAN HALDAR